বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী ব্যাংকের কর্মকান্ড-একটি সমীক্ষা

ফাহমিন আফরোজ

ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

RB

B
332.1
AFB

M.

403637

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

''বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কর্মকান্ড-একটি সমীক্ষা''

গবেষক ঃ

ফাহমিন আফরোজ

রোল নং- রেজিঃ ২১১

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৩-১৯৯৪

GIFT

403637

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
403637

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কর্মকান্ড বিষয়ে গবেষণার জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে ফাহমিন আফরোজকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। গবেষক উক্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। তার পর্যবেক্ষন ও অনুসন্ধানলব্দ ফলাফল এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য থিসিস আকারে উপস্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করা গেল।

অধ্যাপক ড. মোঃসিরাজুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক

403637

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার নামা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কর্মকান্ড বিষয়ে কোন সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। উক্ত বিষয়ের উপর কোন সমীক্ষা ইতিপূর্বে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ফাহমিন আফরোজ

ফাহমিন আফরোজ
এম, ফিল গবেষক
ব্যবস্থাপনা ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403637

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কথা

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অংগনে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব এবং বেসরকারী ব্যাংক যৌথ উদ্যোগে তাদের স্ব-স্ব কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখছে।

মূলতঃ ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি অর্থকরী প্রতিষ্ঠান যা অর্থ, সঞ্চয় এবং ঋণ এসব নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে ব্যাংকগুলো সার্বিকভাবে কার্যকরী ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ব্যাংক জনগনের নিকট হতে তাদের উদ্বৃত্ত যোগাড় করে সঞ্চয়ে সহায়তা করে। এই সঞ্চয় ব্যাংকে জমা হয়। একইভাব অসংখ্য ব্যক্তির টাকা ব্যাংকে জমা হয়ে বিপুল পুঁজি হিসাবে গড়ে ওঠ। পরবর্তীতে ব্যাংক এই সঞ্চিত অর্থ হতে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প এবং ব্যক্তিবর্গকে ঋণ প্রদান করে। এই বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন কর্মসংস্থান হয়। আয়ের মূল অংশ ভোগের জন্য রেখে বাকী উদ্বৃত্ত ব্যাংকের পুনরায় সঞ্চয় রূপে জমা হয়। এভাবে চক্রাকারে সার্বিকভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা চলে। আমাদের এ গবেষনায় রাষ্ট্রাযত্ব এবং বেসরকারী ব্যাংকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমার গবেষনার প্রেক্ষিতে কিছু ব্যক্তিবর্গের সহায়তা কজে লেগেছে। এদের মধ্যে অধ্যাপক আব্বাস আলী খান, অধ্যাপক আবু হোসেন সিদ্দিক, অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক দূর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মাহমুদ ওসমান ইমাম এবং অধ্যাপক মোঃ মাহবুব আলী এদের নাম আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি।

এ গবেষণা কমর্টি সম্পন্ন করার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর দক্ষ পরিচালনা, ব্যাবস্থাপনা, অনুপ্রেরনাপ, উপদেশ এবং পরামর্শ আমাকে সর্বোতভাবে উৎসাহিত করেছে। সেজন্য আমি অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলামের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ থিসিসটি সম্পন্ন করতে সময় ও সুযোগ দেবার জন্য স্নেহময়ী আম্মা, পরম বন্ধু ও একনিষ্ঠ সহযোগী স্বামী, আদরের ছেলে এবং ভাই বোনদের কাছে কৃতজ্ঞ যারা আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছে। সেই সাথে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি আমার আব্বাকে।

এ থিসিসটি রচনা করতে আমাকে দেশী বিদেশী বহু লেখকের বই পত্র পড়ার প্রয়োজন হয়েছে। এই আহরিত জ্ঞান আমার গবেষণায় চয়ন করে এ গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি বলে আমি সকলের কাছেই ঋণী। স্থানের স্বল্পতায় অনেকের নাম উল্লেখ করা গেল না। সেই সাথে বিজনেস ষ্টাডিজ অনুষদের সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এবং সহপাঠিদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ গবেষণাটি লেখার সময় যারা আমাকে সহানুভূতি ও সহযোগিতা করেছে তাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

গবেষণাটি প্রকাশনায় প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকলে মার্জনীয়।

ফাহমিন আফরোজ
এম ফিল গবেষক
ব্যবস্থাপনা ষ্টাডিজ বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১.১ গবেষণা বিষয়
১.২ বাংলাদেশের ব্যাংক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা
১.২.১ জাতীয়করণকৃত ব্যাংক গুলোর পুর্ণগঠন ও নতুন নামকরণ
১.২.২ বেসরকারী ব্যাংক সমূহ
১.৩ ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ প্রয়োজনীয়তা
২.২ গবেষণা পদ্ধতি
২.২.১ কাঠামো ধারণা
২.২.২ সময় কাল
২.২.৩ নমুনা ব্যাংক
২.২.৪ তথ্য সংগ্রহের উৎস
২.২.৫ তথ্য বিশ্লেষণ ও গণনাকরন
২.২.৬ সীমাবদ্ধতা
২.২.৭ মডেল প্রণয়ন

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ উদ্দেশ্যাবলী
৩.১.১ ক. গ্রাহক সেবার মান রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয়খাতে তুলনামূলক আলোচনা
৩.১.২ খ. শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের ভূমিকা
৩.১.৩ গ. কৃষি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় খাতের ব্যাংকের ভূমিকা
৩.১.৪ ঘ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়

৩.২ গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশমালা
৩.২.১ ফলাফল
৩.২.২ সুপারিশ মালা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪. পরিশিষ্ট

৪.১ বৎসর, লাভ আমানত, অগ্রীম, কর্মচারী, শাখার উপর সোনালী ব্যাংক এর একটি সমীক্ষা (১৯৭২-১৯৯৬)

৪.২ উত্তরা ব্যাংক এর বৎসর লাভ, অগ্রীম, বিনিয়োগ আমানত, দেয় মূলধন, সঞ্চয়, তহবিল এবং বাংলাদেশে শাখার উপর একটি সমীক্ষা (১৯৭৩-১৯৯৭ সন)

৪.৩ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত সমূহে প্রদত্ত সোনালী ব্যাংক এর ঋণের স্থিতির তালিকা

৪.৪ উত্তরা ব্যাংক এর প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত সমূহের তালিকা

৪.৫ চিত্র

৪.৫.১ সোনালী ব্যাংক এর লাভ

৪.৫.২ উত্তরা ব্যাংক এর লাভ

৪.৬ অগ্রগতির রেখাচিত্র

৪.৬.১ সোনালী ব্যাংক

৪.৬.২ উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

৪.৭ মডেল

৪.৭.১ সোনালী ব্যাংক

৪.৭.২ উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

গ্রন্থ তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ গবেষণার বিষয় :

ভূমিকা ঃ

একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের সকল ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে ব্যাংকগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণে দুটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক ও পুবালী ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং রূপালী ব্যাংক আংশিকভাবে বেসরকারী খাতে অনুমতি দেয়া হয়। উপর্যুপরি ১৯৮৩ সাল থেকে বেসরকারী খাতে ব্যাংক খোলার অনুমতি দেয়া হয়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় খাতেই ব্যাংক পরিচালনের প্রয়োজন রয়েছে। কেবল রাষ্ট্রায়ত্ব খাত কিংবা বেসরকারী খাতে ব্যাংক পরিচালিত হলে একচেটিয়ামূলক মনোভাব গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অগ্রগতি, শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সম্পন্ন ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিৎ। তাহলেই কেবল দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে।

উদ্দেশ্যাবলী ঃ

আমাদের এই গবেষণা পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য সমূহ নীচে উল্লেখ করা গেল ঃ

ক) গ্রাহক সেবার মান উভয় খাতে ব্যাংকে কিরূপ;
খ) শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ভূমিকা ;
গ) কৃষি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় খাতের ব্যাংকের ভূমিকা;
ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

আমরা মূলতঃ প্রকাশিত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করেছি। এ জন্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ইকনমিক ট্রেন্ডস, ষ্টেটিষ্টিক্যাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, সিডিউল ব্যাংক ষ্ট্যাটেষ্টিকস প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ ক্ষেত্রে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি এবং যা গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে। তা থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহিত হয়েছে।

নমুনা ঃ

সরকারী খাতের দুটি ব্যাংক এবং বেসরকারী খাতের দুটি ব্যাংক নমুনায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। দৈবচয়িত ভাবে এই ব্যাংকগুলো নির্ধারণ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সময়কাল ঃ

আমার গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাত্ত সমূহের জন্য সময়কাল ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৬ এর পরবর্তী পর্যায়ের সময়কালের উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বলে এই সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যাংক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের অর্থনীতির অঙ্গনে ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুরুত্ব যে কত অপরিসীম সে সম্পর্কে আজ দ্বি-মতের অবকাশ নেই। এখনকার যুগে শুধু প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি নয়, সেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিরাট ভূমিকা পালন করছে। এখানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং কাঠামোতে রাষ্ট্রায়ত্ব বা সরকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং বেসরকারী ব্যাংক সমূহের তালিকা দেখান হলঃ

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ	১. সোনালী ব্যাংক ২. জনতা ব্যাংক ৩. অগ্রণী ব্যাংক ৪. রূপালী ব্যাংক লিঃ
খ. বিশেষায়িত ব্যাংক সমূহ	১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৩. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ৪. গ্রামীণ ব্যাংক ৫. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক
গ. বিশেষায়িত আর্থিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও বন্ধকী ব্যাংক	১. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ২. বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা ৩. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪. বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বেসরকারী ব্যাংক সমূহ

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ	১. পূবালী ব্যাংক লিঃ ২. উত্তরা ব্যাংক লিঃ ৩. ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ ৪. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ ৫. দি সিটি ব্যাংক লিঃ ৬. ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ৭. আল বারাকা ব্যাংক লিঃ ৮. ইসলামী ব্যাংক লিঃ ৯. ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ ১০. দি ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ ১১. ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ ১২. প্রাইম ব্যাংক লিঃ ১৩. সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ
খ. বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ	১. ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রীজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিঃ ২. বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ ৩. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

১.২ বাংলাদেশের ব্যাংক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা :

১৯৪৭ সালে এ দেশে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাংক ছিল না সত্য, কিন্তু অনেক গুলো সমবায় ও দেশীয় ব্যাংক তখন এ অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করত। অবশ্য পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ১০টি তালিকাভুক্ত, ৩টি বিদেশী ব্যাংক এবং ২টি বাঙালী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এ দেশে তাদের প্রায় ১,১৬০টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করে। তাছাড়া পাকিস্তান শিল্প ব্যাংক, পাকিস্তান বিনিয়োগ সংস্থা এবং পাকিস্তান গৃহনির্মান ঋনদান সংস্থার একটি করে আঞ্চলিক অফিস এই অঞ্চলে কার্য পরিচালনা করত। তদুপরি পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের একটি আঞ্চলিক অফিসও তখন ঢাকায় পরিচালিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশে ব্যাংকের নবযাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংকগুলোর মালিকানা সরকারের হাতে চলে আসে। এতে সাময়িকভাবে ব্যাংক সমুহের নাম ও পরিচালনায় আইন গত জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৭২ সালের ২৬ শে মার্চ রাষ্ট্রপতির ২৬ নং আদেশ বলে ৩টি বিদেশী ব্যাংক ছাড়া দেশের অন্য সবকয়টি ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয়করন করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশী মালিকানার ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি: এবং ইষ্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি: কেও অর্ন্তভূক্ত করা হয় এই জাতীয়করনের।

Dhaka University Institutional Repository

১.২.১ জাতীয়করনকৃত ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন ও নতুন নামকরনঃ

পুরাতন ব্যাংকের নাম	নতুন নাম
১. দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান লিঃ ২. দি ব্যাংক অব ভাওয়ালপুর লিঃ ৩. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	সোনালী ব্যাংক
১. দি হাবিব ব্যাংক লিঃ ২. দি কমার্স ব্যাংক লিঃ	অগ্রনী
১. দি ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ ২. দি ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ	জনতা ব্যাংক
১. দি মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লি: ২. দি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি: ৩. দি অষ্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লি:	রুপালী ব্যাংক
১. দি ইষ্টার্ন ব্যাংক করপোরেশন লি:	উত্তরা ব্যাংক
১. দি ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইন ব্যাংক লি:	পুবালী ব্যাংক

তাছাড়া state Bank of Pakistan এর ঢাকাস্থ ডেপুটি গভর্ণরের আঞ্চলিক অফিস এবং এর যাবতীয় সম্পদ ও দায় সহ একে সাময়িক ভাবে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ঘোষনা করে নাম দেয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংক । তারপর ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১২৭ বলে বাংলাদেশ ব্যাংককে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হতে বাংলাদেশের স্থায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ঘোষনা প্রদান করেন।

উপরন্ত সরকার পাকিস্তান শিল্প ব্যাংক, পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, আই.এফ.আই.সি, আই,সি.পি ও পাকিস্তান হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন প্রভৃতি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক অফিস গুলোকে জাতীয়করন করে নিম্নোক্তভাবে নামকরন করেঃ

পুরাতন প্রতিষ্ঠানের নাম পাকিস্তান শিল্প ব্যাংক	নতুন নাম বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক
পাকিস্তান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন	বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা
ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব পাকিস্তান	ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ।
পাকিস্তান হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন।	বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন।

সূত্র: ১. কাজী ফারুকী, ব্যাংকিং, পৃষ্ঠা ৫৫২, ৫৫৬, ২৫, কাজী প্রকাশনী
২. এম, এ, মান্নান, ব্যাংকিং আইন ও নীতিমালা, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৯

৩. বাংলাদেশ অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় (অর্থ বিভাগ) কর্তৃক প্রকাশিত Resume of the Activities of the Financial institution in Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

১.২.২ বেসরকারী ব্যাংক সমূহ

দেশে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে সুষ্ঠু ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের পর হতে কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৮১ সালে বেসরকারী খাতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে ১৯৮২ সালে ৯টি ব্যাংককে শর্তাধীনে ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বেসরকারী ব্যাংক হিসাবে আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লি: কাজ আরম্ভ করে এবং ১৯৮৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৫টি বেসরকারী ব্যাংক আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্যাংকিং কার্য আরম্ভ করে। তাছাড়া ১৯৭২ সালে জাতীয়করণকৃত বাংলাদেশী মালিকানায় পুবালী ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক কে সাবেক মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং রুপালী ব্যাংককেও সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানায় রুপান্তরিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশী ও বিদেশী যৌথ মালিকানায় ও বেশ কযেকটি ব্যাংক গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বেসরকারী মালিকানায় ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৩টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৪টি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ফলে দেশে একটি সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতা মূলক ব্যাংকিং পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বেসরকারী ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে 'ইসলামি উম্মাহ ব্যাংক' নামে আরেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। প্রস্তাবিত এ ব্যাংকটি এখনও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি পায় নাই বলে কাজ শুরু করতে পারছে না। বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরাপুরি বাংলাদেশী মালিকানায়। আরব বাংলাদেশ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ও আলবারাকা ব্যাংকের বেশীর ভাগ শেয়ারের মালিক হচ্ছে বিদেশীরা। এ, বি, ব্যাংকের ৬০ ভাগ শেয়ার হচ্ছে দুবাই ব্যাংক লিমিটেডের এবং বাকী ৪০ ভাগ শেয়ার বাংলাদেশীদের । ইসলামী ব্যাংকের ৭০ ভাগ শেয়ার বিদেশী ইসলামিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের । এ ব্যাংকের বাঁকী ৩০ ভাগ বাংলাদেশীদের শেয়ার। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক (আই, এফ, আইসি) এর ৪০ ভাগ শেয়ার সরকারের।

সূত্র : ১. বেসরকারী ব্যাংক সম্পর্কিত তথ্য সমুহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং Resume of the Activities of Financial institutions in Bangladesh নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২. কাজী ফারুকী, ব্যাংকিং, পৃষ্ঠা ৫৫৫, কাজী প্রকাশনী

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ ভূমিকা (Introduction of the Study) ঃ

ব্যাংক মূলতঃ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে অর্থ বা টাকা পয়সা। ব্যাংক ব্যবসা করছে মূলত : সমাজে একদিকে যাদের অর্থ আছে তাদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং অন্যদিকে যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদের ঋণদান করে।

সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে ব্যাংক ব্যবস্থা অতীত ঘটনাবহুল এবং ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধশালী। কোন পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান ব্যাংক ব্যাবস্থা গড়ে উঠেনি। হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাংক বর্তমান উন্নততর পর্যায়ে এসে পৌছেছে এবং ভবিষ্যতেও এর উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে যেতে থাকবে।

ব্যাংকিং ব্যাবস্থা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের মুদ্রানীতি এবং রাজস্বনীতিতে ব্যাংকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বৈদেশিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে ও তারা ট্রেড ফাইনান্সিং করে থাকে। দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ব্যাবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) রাষ্ট্রায়ত্ব খ) বেসরকারী গ) বিদেশী ব্যাংক। এ সমীক্ষায় রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আমরা আজকে যে উন্নত ব্যাংক ব্যাবস্থা দেখছি, আদিকালে সেটা কল্পনাও করা যায়নি। আবার ভবিষ্যতে যখন বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ব্যাংক ব্যাবস্থার উদ্ভব হবে তখনও বর্তমান ব্যবস্থাকে নিতান্ত সেকেলে ও অনুন্নত পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হবে। বর্তমানে ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানই উন্নতির কোন পর্যায়ে আছেতা জানতে হলে বিস্তর জরিপ ও গবেষণার প্রয়োজন। কেননা সমাজের অন্যান্য কার্যাবলীর মত এ কম্পিউটার এর যুগে ব্যাংক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উন্নতির দিকে দ্রুত ধাবমান। আমাদের দেশে উন্নয়নের লক্ষ্যে ও সময়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠান দ্রুত বাড়ছে।

বর্তমানে যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে উঠতে দেখছি অতীতে এগুলো তদ্রুপ ছিল না। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উৎপত্তির ইতিহাস হতে আমরা জানতে পারি যে, প্রথমে একক প্রচেষ্টায় ব্যাংক ব্যবসায় আরম্ভ হয়। অর্থাৎ প্রথমে এক মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্য চালু হয় । পরে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারনের ফলে পর্যায় ক্রমে সমবায় অংশীদারী এবং যৌথ মুলধনী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। অবশ্য বেসরকারী ব্যাংক এর পাশাপাশি সরকারী মালিকানায়ও দীর্ঘদিন হতে ব্যাংক ব্যবসায় দেশের অর্থনীতির অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখনকার যুগে শুধু কারীগরি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি নয়, সেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিরাট ভূমিকা পালন করছে বিগত দুই শতকের মধ্যে পৃথিবীর বুকে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবন হয়েছে। তার মধ্যে প্রগতিশীল ব্যাংকিং

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতির প্রবর্তন অন্যতম। শুধু তাত্বিক যুক্তিই নয়; ইতিহাসে ঘাটলেও প্রমান পাওয়া যায় যে, ব্যাংকিং ব্যাবস্থা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর ব্যাংকসমুহের রাষ্ট্রীয়করণ এবং উত্তরা ব্যাংক (UBL), পূবালী ব্যাংক লি: (PBL), এসব ব্যাংক বেসরকারী করার পরে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক, ইত্যাদি এবং বেসরকারী ব্যাংক UBL, PBL, এসব ব্যাংক গুলো নবযাত্রার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির নানাদিক উন্নত ও সমৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

উন্নততর ব্যাংকিং ব্যাবস্থা দেশের অর্থনীতির প্রকৃত উন্নয়ন ও বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরই কতগুলো উন্নয়নমূলক কার্যাবলী রয়েছে। এরা সম্পদের বন্টন ও স্থানান্তরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করতে পারে। এরা শুধু সম্পদ স্থানান্তর করেই ক্ষান্ত থাকে না, প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় ও প্রচ্ছন্ন বিনিয়োগের মধ্যে যোগাযোগের সেতু বন্ধন হিসাবে কাজ করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংকিং পদ্ধতি অনার্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ও অধিক পরিমানে অর্থনৈতিক প্রগতিতে সহায়তা করতে পারে। নমুনা ব্যাংকসহ সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকগুলো ঋন সৃষ্টি ও ঋণ মঞ্জুর করে এবং সম্পদ একত্রীভূত করে ও পরে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্টন করতে সাহায্য করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সঞ্চয় সৃষ্টি, মূলধন গঠন, শিল্প উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে এ ব্যাংকগুলো আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে।

একথা সত্য যে, সেই আদিকালের ব্যাংক ব্যবস্থা এবং বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে আকারে ও প্রকারে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকগুলোর নীতি, প্রকৃতি ও কাজের মধ্যে তেমন বিশেষ পরিবর্তন আজও ঘটেনি। কেননা আধুনিক এ ব্যাংকগুলোর নীতি, বিশ্বাস, সততা, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বৈশিষ্টগুলো প্রায় প্রাচীন কালের মতই রয়েছে। যদিও কাজের বিভিন্নতা ও ক্ষেত্রের ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলে ব্যাংকের কাঠামো ও কার্যক্ষেত্রের যথেষ্ঠ পরিমান পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে সমাজের কল্যানের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল মাত্র আধুনিক সভ্যতার অন্যতম মাপকাঠিই নয়, বরং এটা অথনীতির চাকাকে সচল রেখে মানবসভ্যতাকে দ্রুত সম্প্রসারিত হতে ও সাহায্য করেছে। তাই সঙ্গত কারনেই আমরা বলতে পারি যে, মানব সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপাদান (Element) হিসেবে সভ্যতার উষালগ্ন হতেই এসব ব্যাংক ব্যাবস্থা কোন না কোন ভাবেই চলে আসছে এবং সভ্যতার ধ্বংশ পর্যন্ত এর অগ্রগতি চলতেই থাকবে যা দেশের অর্থনীতিকে প্রতিনিয়ত সচল রাখতে ভূমিকা পালন করবে।

সূত্র ঃ

1) H.R Tunnel-Blements of Banking
২) কাজী ফারুকী, পৃষ্ঠা ২, ব্যাংকিং কাজী প্রকাশনী
৩) ব্যাংক পরিএক্মা বি, আই, বি, এম, পৃষ্ঠা-৬, ১৯৯৮ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১. প্রয়োজনীয়তা (Importance of the study)

আধুনিক বিশ্বের জটিল অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ বিষয়ে জনৈক অর্থনীতিবিদ যথার্থই বলেছেন,' The bank is the life blood of the modern economic development". অর্থাৎ হল আধুনিক অর্থনীতির জীবনী শক্তি। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক, সমাজ তান্ত্রিক এবং উন্নত ও অনুন্নত যে কোন ক্ষেত্রেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান ও প্রযোজনীয় পূর্বশর্ত হল উন্নত ও সুগঠিত ব্যাংকিয় ব্যবস্থা। আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা একমাত্র বেসরকারী করণ খাতে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একচেটিয়ামূলক মনোভাব গড়ে উঠতে পারে যা অর্থনীতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তাই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় Nationalisalisation এবং Denationalisation (রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারী পন্থা) অবলম্বন করা প্রয়োজন ।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা দুর করতে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী ব্যাংকের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিক সময়ে ব্যাংক এমন একটি বিন্দু যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে ব্যাবসা । ব্যাংক শুধু অর্থ দিয়েই ব্যাবসা বানিজ্যের চাকা সচল রাখে না বিভিন্ন ব্যবসায়ী কে পরামর্শ দিয়ে ও প্রভুত উপায়ে সাহায্য করে।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মূলধনের সমস্যা প্রধান । দেশের উন্নতিতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন যার অভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমুহের বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছেনা। অর্থাৎ আমাদের দেশে সঞ্চয় কম। ফলে মূলধন গঠনের পরিমান কম। তাই রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী ব্যাংকিং ব্যাবস্থার যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমেই আমরা এ জাতীয় সকল সমস্যা মোকাবিলা করতে পারি যা অর্থনীতির অগ্রগতি তরান্বিত করবে।

নীচে আমাদের দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন মুখী অগ্রগতির জন্য ব্যাংকের (রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী) প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১. আধুনিক ব্যাংক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ব্যক্তিগত আদান প্রদান হতে আরম্ভ করে দেশের শিল্প কারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্য তথা সমাজের অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই ব্যাংক Nationalisation ও Denationalisation দুইই প্রয়োজন। এসব ব্যাংক ছাড়া আধুনিক অর্থনীতির জটিল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সমাধানের কথা কল্পনাও করা যায়না। কেননা আধুনিক সভ্যতা ও উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি হল ব্যাংক। একে কেন্দ্র করে আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। তাই আধুনিক রাষ্টাযত্ব ব্যাংক ও বেসরকারী ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর নির্ভশীল।

Dhaka University Institutional Repository

২. রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী ব্যাংকের বিশেষায়ণ।

আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্নতা ও বিশেষায়ণের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ অর্থনীতির বিভিন্নমুখী প্রয়োজনে ব্যাংক ও বিশেষায়িত হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, ঋণদান ব্যাংক, আমদানি রপ্তানি ব্যাংক, গৃহ নির্মাণ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, সঞ্চয়ী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এদের বিভিন্ন মুখি কার্যাবলী হতেও আমরা রাষ্টায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

৩. অর্থনীতির কর্ণধার।

রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক আধুনিক অর্থনীতির গতি নির্ধারক, শিল্প সংগঠক, বিনিয়োগ মাধ্যম এবং ব্যবসায় বাণিজ্য তথা দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির শ্রী বৃদ্ধির কর্ণধার। এর যথাযথ বিকাশের উপর যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল। এদের যথাযখ বিকাশের উপর বাংলা দেশের অথনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নির্ভরশীল। কেননা এসব রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় প্রকার ব্যাংকই দেশের বিক্ষিপ্ত সম্পদ গুলোকে সংগ্রহ করে কাজে লাগিয়ে থাকে।

৪. সঞ্চয় সংগ্রহ।

রাষ্টীয় ও বেসরকারী উভয় প্রকার ব্যাংক জনসাধারণের নিকট ছড়ানো ছিটানো ও অলস ভাবে পড়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলোকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে দেশের মূল্যবান মুলধন গঠন করে এবং ঐ অর্থ হতে ঋণদান করে।

৫. জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।

রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক জনগনের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলে, অধিকন্তু সঞ্চয় আমানতের উপর সুদ প্রদান করে বাড়তি আয়েরও ব্যবস্থা করে। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৬. কৃষির উন্নয়ন

কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ভূমি ও বিভিন্ন উপকরন ক্রয়ে সাহায্য করে দেশের কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিণামে সারা দেশের অর্থনতিতে এর সুফল কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. লাভজনক বিণিয়োগ ।

রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক জনগনের উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে রাখার যেমনি নিশ্চয়তা দেয়, তেমনি সঞ্চিত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগেরও ব্যবস্থা করে। এতে দেশের অভাবনীয় মূলধনের অভাব পূরন হয়। তদুপরি একজন দক্ষ ব্যাংকারের জানা প্রয়োজন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোথায় টাকা ফেললে মালিকও দেশ অধিক লাভবান হবে, কোন্ কোন্ শিল্পের সম্প্রারন হওয়া দরকার এবং কোথায় টাকা খাটানো উচিত নয়।

৮. মূলধন সরবরাহ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক শিল্পকারখানার প্রয়োজনীয় মুলধন সরবরাহ করে অধিক উৎপাদন ও সম্পসারনে সাহায্য করে। এতে দেশের জনগনের কর্মের সুযোগ হয়। ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়, ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে এবং পুনরায় সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

৯। ঋণ আমানত সৃষ্টি।

ঋণ নিয়ন্ত্রনের কৌশল হিসেবে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক বিশেষ প্রক্রিয়ায় ঋণ আমনত সৃষ্টি করে দেশের মুদ্রার বহুল ব্যবহার নিশ্চিত করে। এতে একদিকে মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও চালু থাকে। ফলে দেশের অর্থনীতির বিকাশ বিঘ্নিত হয় না।

১০. আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যে সহায়তা ।

রাষ্ট্রীয় ও বিরাষ্ট্রীয় ব্যাংক বিভিন্নভাবে কারবারীদের আর্থিক সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারনে বিশেষ অবদান রাখে।

১১. বৈদেশিক বাণিজ্যে ভূমিকা ।

দেশের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে ব্যাংক আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা দান ছাড়াও বিশেষ সেবামূলক পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য সহজে সম্প্রসারিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২. কর্মসংস্থান।

দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের বিভিন্ন খাতে আর্থিক সাহায্য করে ব্যাংক পরোক্ষভাবে জনগণের জন্যে কর্মসংস্থান করে। ফলে বেকারত্ব দুর হয় এবং জনগণের আয় বাড়ে ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

১৩. মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি।

ব্যাংকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তার ফলে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ে।

১৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকের গতিশীল কর্মের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

১৫. ব্যাপক উৎপাদন ও বন্টন।

বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারীকরণকৃত ব্যাংকের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া বৃহদায়তন উৎপাদন ও বন্টনের মত জটিল কাজকর্ম গুলো সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করা শিল্পকারখানায় ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলোর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

১৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। ব্যাংকের মাধ্যমে যাবতীয় আন্তর্জাতিক লেনদেন ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজকর্ম চালু থাকে। ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ সাহায্য ছাড়াও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এতে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

১৭. অর্থলগ্নি।

বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন প্রচুর মূলধন । সরকারি ও বেসরকারী ব্যাংক জনগনের সঞ্চয় সংগ্রহ করে মূলধন হিসেবে ব্যবসায়, কৃষি ও শিল্প কারখানায় সে অর্থ বিণিয়োগ করে দেশের অর্থনীতির উন্নতির গতিকে ত্বরান্বিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. শিল্পায়ন।

দেশের শিল্পায়ন ও ব্যাংকের গুরুত্ব অত্যধিক । কারণ শিল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজি ব্যাংক সরবরাহ করে।

১৯. অর্থনীতির নিয়ন্ত্রন।

ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের পরিচালক ও সদস্য হিসেবে দেশের সর্বাধিক স্বার্থে মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রন করে। পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রন করে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় ব্যাংক জনগণের প্রকৃত উপকার করে। কেন্দ্রিয় ব্যাংক সরকারের ধনভান্ডার হিসাবে কাজ করে, নোট ইস্যু করে, সরকারকে অর্থ সরবরাহ করে, বিদেশী ব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং অন্যান্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রন করে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক দেশ ও সমাজের কল্যানের জন্য অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও গতি বজায় রাখে।

২০. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি।

রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার নোট, চেক, বিল, হুন্ডি ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের জনগণের জন্য সহজ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে লেনদেন সহজ করে তোলে। ফলে মুদ্রার বহুল ব্যবহার সম্ভব হয়।

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক জনসাধারণ তথা মক্কেলদের প্রয়োজনে বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলঃ

i) মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে শেয়ার সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় কার্যে সহায়তা করা।
ii) অছি হিসেবে কাজ করা।
iii) মক্কেলদের পক্ষে অর্থ লেন দেন করা।
iv) মক্কেলদের প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য ও ঋণ দেওয়া ইত্যাদি।

পরিশেষে এ সকল আলোচনা হতে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী সকল ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড। এই গবেষনা লব্ধ ফলাফলের আলোকে ধারনা করা সম্ভব যে এসব ব্যাংক ছাড়া দেশের কোন প্রকার প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কাজকর্ম করা সম্ভব নয়। দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা যত উন্নত ও শক্তিশালী হবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিও তত মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। স্বল্প সময়ের জন্য ব্যাংক বন্ধ থাকলে অর্থনৈতিক চাকা অচল হয়ে পড়বে। আমাদের মত উন্নয়ন কামী দেশের অথনৈতিক উন্নতির সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সাথে ব্যাংকের সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরত্ব অনুধাবন করে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কার্যক্রমকে সফল করতে হবে।

২.২ গবেষণা পদ্ধতি (Methodology of the study)

তথ্য সংগ্রহের উৎস সমুহ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক । প্রাতব্য প্রকাশিত তথ্য, উপাত্ত হল গবেষণা তথ্যের ভিত্তি। এতে কাঠামো, সারণী সংযোজিত হয়েছে। বিভিন্ন হিসাব পরিসংখ্যান তথ্য রয়েছে। শতকরা, হার, অনুপাত, গড়, Standard deviation, Variation, পরিবর্তন হার ইত্যাদি পদ্ধতি বা অংক এই সমীক্ষা প্রকাশে চিত্রায়িত হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক এর যাবতীয় কর্মকান্ড বিভিন্ন সময়ের সীমারেখা ও আঙ্গিকে সারণীবদ্ধ হয়েছে এবং সরকারী ভাবে ও বেসরকারীভাবে বহু অর্থনৈতিক জরিপে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যে গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করব তা আমাদের অর্থনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ উদ্দেশ্যে কিছু নমুনা ব্যাংক গৃহিত হয়েছে। অর্থনীতিতে নমুনা ব্যাংকগুলোর কর্তব্য তথা কর্মকান্ড যাচাই এ সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন । প্রাপ্তব্য তথ্যের সমন্বয় সাধন করে, প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সাজান এবং সুবিন্যাস্তকরণ এর মাধ্যমে আমাদের গবেষণার সামগ্রীক চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২.২.১ কাঠামো ধারনা (Conceptual Frame work of the study)

গবেষণাটি পরিস্কারভাবে দুটি আঙ্গিকে বিভক্ত।

i) রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক

ii) বেসরকারী ব্যাংক।

উভয়কে সংজ্ঞার দ্বারা গবেষণায় অন্তর্ভক্ত করা যায়।

i) রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক।। যে ব্যাংকের সংগঠক, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক, ও মালিক সরকার তাকে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয়করনের মাধ্যমে সরকার ব্যাংকের মালিক হয়। ১৯৭২ সালের ব্যাংক জাতীয়করণ আদেশের ভিত্তিতে এই ব্যাংকসমুহ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার যে কোন ধরনের ব্যাংকের মালিক হতে পারে। বাংলাদেশের সরকারী ব্যাংকের উদাহরন বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি।

ii) বেসরকারী ব্যাংক।। ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক সমুহকে বেসরকারী ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকগুলো এক মালিকানা, অংশীদারী, কোম্পানী ও সমবায় সংগঠন অথবা একক, শাখা চেইন অথবা গ্রুপ যে কোন ধরনের হতে পারে। আমাদের দেশে ১৯৮১ সালে বেসরকারী খাতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। বেসরকারী ব্যাংকের উদাহরন, ন্যাশনাল ব্যাংক লি:, উত্তরা ব্যাংক লি:, পুবালী ব্যাংক লি:, প্রাইম ব্যাংক লি:, ইসলামী ব্যাংক লি: ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সমবায় ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলি ব্যতীত সকল বেসরকারী ব্যাংক যৌথ মূলধনী কোম্পানী হিসাবে গঠিত। সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানায় ব্যাংক এর উদাহরন রূপালী ব্যাংক লিঃ (RBL) । ব্যাংক গঠন করতে হলে সব সময়ই দেশের প্রচলিত আইন কানুন মেনে চলতে হয়।

২.২.২ সময়কাল (Time period of the Study)

গবেষণার সময়কাল সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারনা থাকতে হবে। আদি হতে অন্ত পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহের সময়কাল হতে পারে না। আমরা ১০ বৎসরের প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ করেছি। অর্থাৎ ১৯৮৬ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেননা এর পরবর্তী সময় এবং অন্য সমেয়ের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। যদিও ২০ বৎসরে প্রকাশিত তথ্যের সমন্বয় ঘটালে ভাল হত। উল্লেখিত সময়ের রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের ডাটাগুলো দিয়ে কাজ করা হবে।

২.২.৩ নমুনা ব্যাংক (Sample of the Bank Study)

আমাদের গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাংকিং কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারনা পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও বেসরকারী ব্যাংক গুলোকে নেয়া হয়েছে। তবে এ সমীক্ষায় সকল ব্যাংক নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয় বিধায় নমুনা হিসাবে দুটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক এবং দুটি বেসরকারী ব্যাংক অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে। বর্ণনার আলোকে দৈবচয়িভাবে ব্যাংকগুলো নির্ধারন করা হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কর্মকান্ড তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

২.২.৪ তথ্য সংগ্রহের উৎস (Source of data)

বিভিন্ন সারণী এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন সূত্র হতে তথ্য, উপাত্ত পাওয়া গেছে। অগ্রীম, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ঋণ, Black money, Black income, উদ্বৃত্ত, আয়, অর্থ লগ্নি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা ডাটাগুলোতে আছে। তথ্য সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, Bangladesh, Bank Bulletin, Statistical year book of Bangladesh, Annual Report of Bangladesh Bank, Statistical Pocket Book of Bangladesh, Twenty years of National Accounting of Bangladesh (১৯৭৪-৭৫ এবং ১৯৯৫-৯৬), World Development Report, সিডিউল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বই সমূহ, জার্ণাল যা বিভিন্ন সময়ে তথ্য সমূহ নিয়ে প্রকাশ হয় এবং অপ্রকাশিত পি. এইচডি ডিসারটেশন এবং গবেষণা কর্ম (Ph.d dissertation and research work) যা এই গবেষণায় যুক্ত হয়েছে। এসব অধ্যায়ের সঠিক ব্যবহার থেকে আমরা তথ্য সম্পর্কে আরও অধিক ধারণা করতে পারি। তথ্যের সঠিক সূত্রগুলো এ সমস্ত সারণীতে দেয়া আছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৫ তথ্য বিশ্লেষণ এবং গণনাকরণ। (Data Analysis and Estimation)

আমাদের প্রদত্ত গবেষণা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের বিশ্লেষণ করনের আবশ্যকতা রয়েছে এবং যাবতীয় হিসাব সমূহ প্রাককলনের প্রয়োজন রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সমূহ চিহ্নিত করে তার বাস্তবায়ন ঘটাতে সক্ষম। ব্যাংকের কার্যএন্ম সীমাবদ্ধ নয়। তাই রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কার্যএন্ম সংএান্ত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করতে যাবতীয় বিশে্লষিত তথ্য এবং হিসাবের গণনাকরণ করে কিছু তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব করণের পর ও বিরাষ্ট্রীয়করনের পর ব্যাংকগুলোর তথ্য ও হিসাবের তুনলামূলক বিশ্লেষণ কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্যও তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর জারীকৃত বিধান মোতাবেক তালিকা সমূহ প্রণীত হয়েছে।

২.২.৬ সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study)।।

গবেষণাটি দুটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক ও দুটি বেসরকারী ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ ও উত্তরা ব্যাংক লিঃ দ্বারা সীমাবদ্ধ রয়েছে। গবেষণাটি আরও সীমিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ও পরিবর্তনশীলতায় প্রকাশিত ও পূর্বে উল্লেখিত সূত্র হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তথ্যের বিকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। বিকল্পসমূহ না থাকলে প্রকাশিত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এ সমীক্ষায় স্বাধীনতার পর হতে সরকার পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে নুতন নীতি প্রতিষ্ঠা হতে এ যাবৎ কালের তথ্য উপাত্ত দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় এটি কাম্য নয় যে রাষ্ট্রায়ত্ব এবং বিরাষ্ট্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উদ্দেশ্যাবলীর বেলায় তুলনামূলক হতে হবে। আর রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলিই আর্থিক ও অর্থনৈতিক অভীষ্টে দ্রুত পৌছায় তা নয়। প্রসরকারী বিরাষ্ট্রীয় ব্যাংক গুলিও ব্যাঙ্কিক উদ্দেশ্যে অধিকতর মুনাফা করতে পারে। পরিশেষে বলা যায় আমাদেরকে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের সম্পূর্ণ চিত্র আনতে কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উভয় ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য নির্ভর চিত্র ও উন্নততর যোগ্যতা দেখিয়ে এদের কর্মকান্ডের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করতে হবে যা সমীক্ষাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

২.২.৭ মডেল প্রণয়ন (Model of the study)

সরকারী এবং বেসরকারী ব্যাংক তথা সোনালী ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর মডেল অংকন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ উদ্দেশ্যাবলী (Objectives of the study):

আলোচ্য গবেষণাটি কয়েকটি উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যাবলী থেকে কিছু প্রশ্ন চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গবেষণায় রাষ্ট্রয়াত্ব বেসরকারী ব্যাংকের কর্মকান্ড নিয়ে কাজ করা হয়েছে। তন্মধ্যে রাষ্ট্রায়াত্ব সোনালী ব্যাংক ও বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংকে নমুনা হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এ গবেষনায় উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে নমুনা ব্যাংকগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

ক. গ্রাহক সেবার মান রাষ্টায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় খাতে ব্যাংকে কি রূপ

আমাদের গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করতে কিছু প্রশ্নের অবতারণা করা হল:

১. ব্যাংকের গ্রাহক কে বা কারা
২. গ্রাহক ও ব্যাংকগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ধরন
৩. ব্যাংক সমুহ গ্রাহকদের কিভাবে সেবা প্রদান করে
৪. গ্রাহক গণকে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকগুলো কি কি সেবা প্রদান করে
৫. গ্রাহকের গোপনীয়তা সম্পর্কে ব্যাংকের কার্যক্রম কি
৬. গ্রাহক কোন ধরনের ব্যাংক থেকে সেবা পেতে বেশী পছন্দ করে
৭. গ্রাহকগণ রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ঘাতে ব্যাংক এর সেবায় কতটুকু সন্তুষ্ট
৮. ব্যাংক ও গ্রাহকদের মধ্যে কখন সম্পর্ক ছিন্ন হয়

খ. শিল্প ও বানিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের ভুমিকাঃ

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করতে নীচের প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করা হল:

১. শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকগুলোর ঋন প্রদান পদ্ধতি
২. শিল্প ও বাণিজ্য খাতে এই ব্যাংক গুলো কিরূপে ঋণ নিয়ন্ত্রন করে
৩. শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকসমুহ কি ভাবে পুঁজি সরবরাহ করে
৪. শিল্প ও বাণিজ্য খাতের প্রসারে ব্যাংক এর কতটুকু অবদান রয়েছে
৫. পণ্য বন্টনে ব্যাংক গুলো কি কার্য পালন করে
৬. শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকগুলো কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করে
৭. শিল্প ও বাণিজ্য খাতে কোন ব্যাংক উত্তম
৮. এখাতে ব্যাংক সমূহের কাজের মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

গ. কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় খাতের ব্যাংকের ভুমিকা

তৃতীয় উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করতে যে সব প্রশ্ন রাখা হল:

১. কৃষিক্ষেত্রে রাষ্টায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক এর গুরুত্ব কতটুকু
২. উভয় খাতের ব্যাংকগুলো কিভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করে
৩. কৃষি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকসমুহ কিভাবে মূলধন সরবরাহ করে
৪. উভয় খাতের ব্যাংকগুলো কিভাবে ঋন নিয়ন্ত্রন করে
৫. উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বন্টনে ব্যাংকগুলোর কার্য কিরূপ
৬. কৃষি খাতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক এর কাজের মূল্যায়ন
৭. কৃষি ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক উত্তম

ঘ. ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয় গবেষণা পরিচালনায় চতুর্থ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে:

১. ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয় কি
২. ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়ে ব্যাংক গুলোর কাজের দক্ষতা মূল্যায়ন
৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়কে কি কাজে লাগান যায়
৪. আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়ের প্রসার
৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়কে কিভাবে উৎসাহিত করা যায়
৬. ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়ে কারা বেশী আগ্রহী
৭. ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়ে কোন প্রকার ব্যাংক বেশী সফলতা অর্জন করে

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১ ক. গ্রাহক সেবার মানঃ সোনালী ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক উভয় খাতে তুলনামূলক আলোচনাঃ

১. ব্যাংকের গ্রাহক কে বা কারা

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক এর গ্রাহক হতে হলে ব্যাংকে আমানত বা চলতি যে কোন ধরনের হিসাবে থাকতে হবে অথবা অন্য যে কোন ধরনের সম্পর্কে থাকতে হবে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের মধ্যে যে কোন ধরনের হিসাব ব্যাংকে খুলিলেই কোন ব্যক্তি সোনালী ব্যাংকের গ্রাহক হিসাবে গণ্য হবে। হিসাব খোলার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা দেয়ার সাথে সাথেই সে গ্রাহক হয়ে যাবে। যে ব্যক্তির ব্যাংকটিতে একটি হিসাব রয়েছে বা যার জন্য কোন দ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং অন্য কোন ব্যাংক একটি হিসাব খুলেছে তাকে গ্রাহক বলা হয়। ব্যাংকটি কোন ব্যক্তির হিসাব না খুলে যদি অন্য কোন গ্রাহকের আদেশ মোতাবেক তার চেক ভাঙ্গিয়ে দেয় তবে তাকে গ্রাহক বলা যাবে না।	উত্তরা ব্যাংক এ যে বা যার হিসাব থাকে তাকে উত্তরা ব্যাংকের গ্রাহক বলা হয়। হিসাব ছাড়া কোন লোক উত্তরা ব্যাংকের সাথে এন্মাগত লেনদেন করতে থাকলেও তাকে গ্রাহক বলা যাবে না । অর্থাৎ এ ব্যাংকের গ্রাহক সেই হবে যার ব্যাংকে চলতি বা স্থায়ী হিসাব আছে অথবা অন্য যে কোন ধরনের সম্পর্ক আছে। গ্রাহক হতে হলে ব্যাংকের সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক থাকতে হবে। অতএব গ্রাহক বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যার ব্যাংকে চলতি বা অন্য যে কোন ধরনের হিসাব আছে এবং সে ঐ হিসাবে এন্মাগত লেনদেন করে A customer is a person who has some sort of an account either deposit or current or some similar relation with a bank. Loard Davy in G.W, Railway VS. London and country Bank – 1901 The Economics Money and Banking – L. V chandler

Dhaka University Institutional Repository

২. গ্রাহক ও ব্যাংক এর মধ্যে সম্পর্ক কিরূপঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক যখন গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ গ্রহন করেন তখন শুধুমাত্র অর্থের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তা গ্রহণ করে না। যদিও আমরা বলি যে গ্রাহক ব্যাংকে টাকা আমানত রেখেছেন, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হয় না, বরং তা ব্যাংকে ঋণ দেয়া হয়। আবার আমানত হিসাবে চাহিবামাত্র সোনালী ব্যাংক চুক্তি মোতাবেক সেই ঋণের অর্থ গ্রাহককে সুদ সহ ফেরত দেবে। ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে অন্যত্র বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই অর্থ গ্রহন করেন। গ্রাহক ও প্রয়োজনমত আমানতী অর্থ উঠিয়ে নিতে পারে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংককে তত্ত্বাবধায়ক বা প্ররক্ষক হিসাবেও কাজ করতে হয়। সোনালী ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে অর্থ গ্রহন করে গ্রাহকের হিসাবে ক্রেডিট করে রাখে এবং গ্রাহকের নির্দেশ অনুসারে অর্থ ফেরত দেয়। গ্রাহক কোন জিনিস নিরাপত্তার জন্য গচ্ছিত রাখলে ব্যাংক তা ঋণের জন্য আটক রাখতে পারে না।	গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে চিরন্তন অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিদ্যমান। উত্তরা ব্যাংকে গ্রাহকের সাথে হিসাব খোলার মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং তাদের মাঝে পরস্পর দেনা পাওনার সম্পর্ক থাকে। নীচে বিভিন্ন বিষয় ও দৃষ্টিকোণ হতে গ্রাহক ও ব্যাংকের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হল ঃ ক) চুক্তি হতে সৃষ্ট সম্পর্কঃ মূলতঃ উত্তরা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে হিসাব খোলার চুক্তির মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে দাতা ও গ্রহিতার সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। খ) উত্তমর্ণ ও অধমর্ণঃ গ্রাহক উত্তরা ব্যাংকে টাকা জমা দেয় আর ব্যাংক তা গ্রহন করে। ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। ফলে তাদের মধ্যে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের সম্পর্ক গড়ে উঠে। গ) প্রতিনিধি ও প্রধানঃ ব্যাংক অনেক সময় কমিশনের বিনিময়ে গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্য করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রতিনিধি ও প্রধানের সপর্ক গড়ে উঠে যা প্রতিনিধি আইন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। ঘ) জিম্মাদার ও জিম্মাদারীঃ গ্রাহক ব্যাংকে অলংকার, দলিলপত্র নিরাপদে রাখার জন্য জমা দেয়। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে জিম্মাদার ও জিম্মদারী সমপর্কের সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

	ঙ) বন্ধক দাতা এবং গ্রহীতাঃ ব্যাংক যখন তার গ্রাহকের স্থাবর সম্পত্তি জামীন রেখে ঋণ দেয় তখন তাদের মধ্যে বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহীরার সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এছাড়া উত্তরা ব্যাংক গ্রাহকের উপদেষ্টা, অছি, নির্বাহক ইত্যাদি হিসাবে কাজ করে বিনিময়ে গ্রাহকের কাছ থেকে সালামি পেয়ে থাকে।

৩. ব্যাংক গ্রাহকদের কিভাবে সেবা প্রদান করে

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক গ্রাহকদের নিম্নলিখিত ভাবে সেবা প্রদান করেঃ i) নিরাপত্তা বিধান এর মাধ্যমে ii) ঋণ প্রদান করে iii) সম্পত্তির জিম্মাদার হিসাবে iv) গ্রাহকের প্রতিনিধি হয়ে v) পরামর্শ ও উপদেষ্টা হিসাবে vi) বিল সংগ্রহ ও বিল পরিশোধ করে vii) বিলে স্বীকৃতি প্রদান করে viii) গ্রাহকের পণ্য সংরক্ষণ করে ix) প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে x) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাহায্য করে। ইত্যাদি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সারাদেশে শাখা বিস্তারের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক উৎকৃষ্ট গ্রাহক সেবা অব্যাহত রেখেছে।	উত্তরা ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিম্নলিখিত ভাবে সেবা দিয়ে থাকে ঃ i) নিরাপত্তা বিধান দ্বারা ii) সম্পত্তির জিম্মাদার হয়ে iii) ঋণ প্রদান করে iv) পরামর্শ দান দ্বারা v) প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে vi) গ্রাহক প্রতিনিধি হয়ে vii) উপদেষ্টা হিসাবে viii) গ্রাহকের বিল পরিশোধ, সংগ্রহ ও বিলে স্বীকৃতি প্রদান দ্বারা ix) প্রত্যয়নপত্র প্রদান x) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাহায্য দ্বারা । ইত্যাদি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা বিস্তার করে এবং বিদেশে যোগাযোগ রক্ষা করে উত্তরা ব্যাংক জনগণকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. গ্রাহকগণকে কি কি সেবা প্রদান করে অর্থাৎ গ্রাহকগণ কি কি সেবা প্রত্যাশা করে।

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
i) সোনালী ব্যাংক গ্রাহকের জমাকৃত টাকা পয়সা ও মূল্যবান দলিল পত্রের নিরাপত্তা বিধান করে এবং এগুলিকে সংরক্ষন করে। এই সেবা ব্যাংক এর একটি মূল কর্মকান্ড। ii) সোনালী ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহককে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংক এর মূল কর্মকান্ড হল এই সেবা প্রদান। iii) সুদূর পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুবিস্তৃত করার মাধ্যমে প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা এবং শহরতলী এলাকার গ্রাহকদের সম্পদকে ব্যাংকিং আওতায় আনার লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংকের কর্ম পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে। iv) গ্রাহকের নিকট হতে অনুরুদ্ধ হলে ব্যাংক তার আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে। v) ব্যাংক গ্রাহকদের ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। পরিশেষে বলা যায় আমানতের কাঠমোকে সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক জনসাধারনের দ্বার প্রান্তে ব্যাংকের সেবামুলক কার্যক্রমকে সুবিস্তৃত করার অবিরত প্রচেষ্টা সাফল্যের সাথে অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় কোষাগারে সর্বাধিক অবদান রাখার বৈশিষ্ট্যে নন্দিত সোনালী ব্যাংক এর কার্য ব্যবস্থাকে গণমুখী করার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে এর শাখা বিন্যাসের ব্যাপারে লাভের চেয়ে জনসাধারনের বা গ্রাহকেদের সেবার দিককেই মুখ্য বলে গণ্য করে এবং ব্যাংকের কার্যক্রম পরিকল্পনা এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়ে থাকে।	i) উত্তরা ব্যাংক গ্রাহকের জমাকৃত টাকা পয়সা ও মূল্যবান দলিল পত্রের সুষ্ঠু রক্ষনাবেক্ষন করে এদের সংরক্ষনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ii) ব্যাংক গ্রাহকের সম্পত্তির জিম্মাদার হিসাবে কাজ করে। ফলে গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির হেফাজত নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। iii) উত্তরা ব্যাংক বিভিন্ন পেশার লোকদের অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের নিজ নিজ পেশার উন্নয়নে সহায়তা করে। iv) যে সব ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ব্যাংকের গ্রাহক, ব্যাংক তাদেরকে ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রদান করে থাকে।. v) আভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যে অর্থ সংস্থান করে সাহায্য করে থাকে এবং প্রযোজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. গ্রাহকের গোপনীয়তা সম্পর্কে ব্যাংকের কার্যক্রম ঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
গ্রাহক যে ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায় সোনালী ব্যাংকের কর্তব্য হল সেই গোপনীয়তা রক্ষা করা। যুগ যুগ ধরে গ্রাহকের হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করাকে ব্যাংকের নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একমাত্র আদালতের নির্দেশ ছাড়া বা দেশের বলবৎযোগ্য আইনের বিধান ছাড়া সোনালী ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে পারবে না। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক গ্রাহকের গোপনীয়তা প্রকাশ করতে পারে ঃ i) যেখানে তথ্য প্রকাশ করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক। ii) যে ক্ষেত্রে জনসাধারনের কাছে তথ্য প্রকাশ করা একটি কর্তব্য কর্ম। iii) যেখানে ব্যাংকের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য তথ্য প্রকাশ প্রয়োজন । iv) যে ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশে গ্রাহকের প্রাকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সম্মতি রয়েছে। v) যেখানে গ্রাহকের স্বার্থেই তথ্য প্রকাশ প্রয়োজন। vi) যেখানে সরকারী নির্দেশ রয়েছে।	গ্রাহকের হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা উত্তরা ব্যাংকের পবিত্রতম দায়িত্ব। বিশেষ আইন সম্মত পরিস্থিতি ছাড়া ব্যাংক গ্রাহকের গোপনীয়তা প্রকাশ করবে না। ক্ষতি করে এবং গ্রাহকের কোন ক্ষতি হয়, তবে উত্তরা ব্যাংক সেজন্য আইনত দায়ী হবে। তবে নিম্নলিখিত অবস্থায় গোপনীয়তা প্রকাশ করা যায় ঃ i) আদালতের হুকুমে ii) সরকারের বিশেষ হুকুমে ও দেশের স্বার্থে iii) গ্রাহকের নিজের নির্দেশ ও স্বার্থে iv) দেশের অন্য যে কোন আইন প্রয়োগের প্রয়োজনে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. গ্রাহক কোন ধরনের ব্যাংক থেকে সেবা পেতে বেশী পছন্দ করে -

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
গ্রাহকগণ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের সেবা নিতে তখনই আগ্রহী হবে যে ক্ষেত্রে সেই ব্যাংক তার গুণাবলী প্রদর্শন করে আদর্শ ব্যাংক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারবে। ব্যাংক গুলোর কর্মকান্ড গবেষণা করে সোনালী ব্যাংককে আদর্শ ব্যাংক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে । কেননা সোনালী ব্যাংক কতিপয় ক্ষেত্রে তুলনামূলক অধিক দক্ষ ও উন্নত গুণাবলীর অধিকারী। ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বিদেশে শাখা বিস্তার, সেবা প্রদান, সঞ্চয় সংগ্রহ, তারল্য, সুনাম, গ্রন্থাগার সুবিধা, আর্থিক সংগতি, ইত্যাদি।	প্রাথমিক অবস্থায় উত্তরা ব্যাংক জাতীয়করণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ব্যবসায়ে অধিক সুনাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটিকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। অর্থাৎ গ্রাহকদের চাহিদা বিবেচনা করে একে বেসরকারী করা হয়। এটি উত্তরা ব্যাংকের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান, এর ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রকল্প, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, বিশেষ সুবিধাদি স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি জমা, বিনিয়োগ, ঋণ এবং সকল প্রকার দেনা ও দায় লাভ করে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড নাম অর্জন করে। ধীরে ধীরে গ্রাহক এ বেসরকারী ব্যাংকের সেবা পেতে পছন্দ করতে আগ্রহী হতে থাকবে। গ্রাহক আদর্শ ব্যাংক হতে সেবা পেতে পছন্দ করে। উত্তরা ব্যাংকে আদর্শ ব্যাংকের গুণাবলী সমূহ বিদ্যমান। যেমন: ক্রমবর্ধমান শাখা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, তারল্য, বিদেশী শাখা, সেবা প্রদান, প্রচার ব্যবস্থা, সুনাম, কম্পিউটার সেবা, গ্রন্থাগার সুবিধা ইত্যাদি।

403637

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৭. গ্রাহকগণ ব্যাংক এর সেবায় কতটুকু সন্তুষ্ট -

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর শাখার সংখ্যা জরীপ করে দেখা যায় সোনালী ব্যাংকের শাখার সংখ্যা সর্বাধিক। এক্ষেত্রে নমুনা ব্যাংক তুলনা করে দেখা যায় অগ্রণী ব্যাংক এর বর্তমান শাখার সংখ্যা মোট ৯০০টি। আর ১৯৯৫ সালে সোনালী ব্যাংক মোট ১৩১৩টি শাখা নিয়ে কার্য পরিচালনা করছে। অতএব শাখার সংখ্যা বিচার করলে দেখা যায় গ্রাহকগণ সোনালী ব্যাংক থেকে অধিক সেবা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হচ্ছে। সোনালী ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য পাওয়া যায় এটির কর্ম জনশক্তি ২৬২৪৩ জন। যারা প্রতিনিয়ত গ্রাহক সেবা করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলো সরকার পরিচালনা করছে। আর বেসরকারী ব্যাংক পরিচালিত হয় বেসরকারী মালিকানায়। ব্যক্তি মালিকানার চেয়ে সরকারী মালিকানায় গ্রাহকদের আস্থা জন্মে অধীক। সেক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হিসাবে অধিক সন্তুষ্টী অর্জন করছে গ্রাহকদের কাছ থেকে।	উত্তরা ব্যাংক এর আয়ু দীর্ঘ দিনের । ১৯৬৫ সালের জাতীয়করণকৃত ব্যাংককে ১৯৭২ সালের আইনে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। অপর বেসরকারী ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালে যা সদ্য চলতে শুরু করেছে। কাজেই উত্তরা ব্যাংক সেবা দানে অভীজ্ঞ ও অধিক সক্ষম। ১৯৯৫ সালে নমুনা ব্যাংক উত্তরা ব্যাংকের শাখা ২০০টি এবং অপর নমুনা ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখা ৫৯টি। কাজেই অধিক সংখ্যক শাখা নিয়ে উত্তরা ব্যাংক অপরাপর ব্যাংকের চেয়ে অধিক সংখ্যক গ্রাহকদের সেবা করতে পারছে। এক সময় গ্রাহক রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংককে বেশী প্রাধান্য দিত। তাদের আস্থা ছিল অধিক। কিন্তু বর্তমানে বেসরকারী ব্যাংকগুলো কার্য দক্ষতা, ঋণ প্রদান, সুদের হার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সুনাম এবং তাদের অগ্র যাত্রা গ্রাহকদের অধিক আকৃষ্ট করছে। ফলে উত্তরা ব্যাংক এর মত বেসরকারী ব্যাংক থেকে সেবা পেতে তারা আগ্রহ দেখাচ্ছে। উত্তরা ব্যাংক গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এক সময়ে এটি দেশে বিদেশে সর্বাধিক গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে কখন সম্পর্ক ছিন্ন হয় -

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংকে হিসাব খোলার সাথে সাথে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তবে নিম্নোক্ত যে কোন কারণে সেই সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে - i) মক্কেল পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে ii) মক্কেল আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে iii) গ্রাহকের মৃত্যু হলে iv) গ্রাহক হিসাব বন্ধ করে দিলে সম্পর্কের অবসান হয়। v) অন্য ব্যক্তির হিসাবে হস্তান্তরের নোটিশ দিয়ে গ্রাহক, ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকে। vi) ব্যাংক ও নোটিশ দিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করে - মক্কেল যদি প্রতারণা করে গ্রাহক যদি হিসাবের নিয়ম কানুন পালনে ব্যর্থ হয়। ইত্যাদি। আরও কারণ আছে - i) ব্যাংক এর উপর গ্রাহকের আস্থা নষ্ট হলে। ii) ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার উপর আশানুরূপ মুনাফা না পেলে। iii) ব্যাংক হতে আশানুরূপ সুযোগ সুবিধা না পেলে। ইত্যাদি নানাবিধ কারণে গ্রাহক সোনালী ব্যাংকের সাথে তার সম্পর্ক চিন্ন করতে পারে।	যে সমস্ত কারণে উত্তরা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয় ঃ i) গ্রাহকের মৃত্যু হলে উত্তরা ব্যাংক ও গ্রাহক এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ii) গ্রাহক উত্তরা ব্যাংকের হিসাব বন্ধ করে সম্পর্ক ছিন্ন করে। iii) ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে সম্পর্কের অবসন ঘটাতে পারে। iv) গ্রাহকের হিসাবের উপর গারনিশী আদেশ জারী হলে সম্পর্ক ছিন্ন হবে। v) গ্রাহক দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে। vi) গ্রাহকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে। vii) উত্তরা ব্যাংক এর গ্রাহক তার জমা টাকা অন্য কোন ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে স্থানান্তর করে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। viii) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হিসাব খোলা হলে মেয়াদ শেষ হলে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.২ শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের ভূমিকা।

১. শিল্প ও বাণিজ্যখাতে ব্যাংকের ঋণ প্রদান পদ্ধতিঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যে।। বর্তমানে ক্ষুদ্র, মাঝারি অথবা বৃহদায়তন যে কোন ধরনের ব্যাবসায় বাণিজ্যে সোনালী ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহন করছে। সোনালী ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি শুধু স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করে যায়। ব্যবসায় বাণিজ্য সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হওয়া ছাড়াও দিন দিন উন্নতি লাভ করছে যা অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক। বৈদেশিক বাণিজ্যে ।। ব্যাংকের দেয়া ঋণ ও ঋণের দলিল পত্রাদি ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য চলতে পারে না। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীল। কারণ আমদানী রপ্তানি সম্পূর্ণ ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীল। বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে সোনালী ব্যাংক হতে বৈদেশিক বাণিজ্যে স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করা হয়। শিল্প সম্প্রসারনে।। সোনালী ব্যাংকের দেয়া বিভিন্ন প্রকারের ঋণ ও ঋনের দলিল দেশের শিল্প স্থাপন ও পণ্য উৎপাদনের কাজে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখে। কুটির শিল্প খাতে ।। দেশের কুটির শিল্প খাতের বিকাশের জন্য সোনালী ব্যাংক প্রচুর ঋণ দান করে থাকে। পরিবহন শিল্প খাতে।। দেশের যাতায়াত ও পরিবহন শিল্প খাতের জন্য সোনালী ব্যাংক হতে ঋণ নেয়া হয়। ফলে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরানিত হয়। এটি ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়ক হয়। সংস্কার ও পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে।	উত্তরা ব্যাংক শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ঋণ প্রদান করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে। দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহন করে। ১. বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে উত্তরা ব্যাংক শুধু স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ভূমিকা রাখে। এ ঋণ কয়েক ঘন্টা হতে সর্ব্বোচ্চ এক বছরের সময়ের জন্য মঞ্জুর করা হয়। যেমন: নগত ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, ধার। ২. ব্যাাংকের দেয়া ঋণ ও ঋণের দলিল পত্রাদি ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য চলতে পারেনা। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীল। কারণ আমদানি রপ্তানি সর্ম্পূণ ব্যাংক ঋণ নির্ভর। উত্তরা ব্যাংক বাণিজ্যিক ঋণ প্রদান করে থাকে। ৩. উত্তরা ব্যাংকের দেয়া বিভিন্ন প্রকার ঋণের দলিল দেশের শিল্প স্থাপন ও পণ্য উৎপাদনে ভুমিকা রাখে। দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রচুর ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ৪. যাতায়াত ও পরিবহন খাতে স্বল্প মেয়াদে ঋণদিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য সহায়তা করে। বাণিজ্য ও শিল্পের সংস্কার ও পুর্ণবাসনে ঋণ প্রদান করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

২. শিল্প ও বাণিজ্য খাতে এই ব্যাংকগুলো কিরুপ ঋণ নিয়ন্ত্রন করে-

সোনালী ব্যাংক	উওরা ব্যাংক লিঃ
ঋণ নিয়ন্ত্রন সহজ করার জন্য ব্যাংক জাতীয়করণ প্রয়োজন। সোনালী ব্যাংক একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক। এই ব্যাংক লাগাম হীন ও অবিবেচনা প্রসুত ঋন দান না করে বাছাই করা খাতে যেমন শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ঋণ দান ও নিয়ন্ত্রন করতে পারে। সোনালী ব্যাংক কেন্দ্রিয় ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টি ও ঋন নিয়ন্ত্রন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি চালু রাখে। এ ব্যাংক শিল্প ও বাণিজ্য খাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক কেন্দ্রিয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রনে সহজে সাড়া দেয়। সোনালী ব্যাংকের ঋন নিয়ন্ত্রনের জন্য একটি নিজস্ব ঋণ বিভাগ আছে। এই ঋন নিয়ন্ত্রন বিভাগের কাজ হল ব্যাংকের উদ্বৃত্ত অর্থ লাভ জনক খাতে সুদের বিনিময়ে বিনিয়োগ করা। সোনালী ব্যাংক সোনালী ব্যাংক শিল্পপতি ও ব্যাবসায়ীদের শিল্প ও ব্যবসায় খাতের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে। তম্মধ্যে নগদ ঋণ দলিলিঋণ, ধার, জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদি অন্যতম। ঋণ বিভাগের কাজ হল এসব খাতের ঋণ দেয়া নেয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা। কি হারে ঋণ দেয়া হবে, কত সময়ের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা সম্ভব, কাকে ঋণ দেয়া উচিৎ, ঋণের জন্য কি জাতীয় যামিন নেয়া হবে ইত্যাদি এই বিভাগ নিয়ন্ত্রন করে। জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য আমানতের কিছুটা অংশ সংরক্ষিত রেখে বাকী অংশ শিল্প ও ব্যবসা খাতে ঋণ দেয়। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সোনালী ব্যাংক শিল্প ও ব্যবসায় খাত ঋণের পরিমান কাম্য স্তরে রাখার চেস্টা করে। কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণের স্বল্পতা এবং আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর ।	উত্তরা ব্যাংক সাধারণত: শিল্প ও বাণিজ্য খাতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন প্রকারে ঋণ দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে নগদঋণ, দলিলি ঋণ, ধার, জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদি অন্যতম। ঋণ বিভাগের মাধ্যমে উত্তরা ব্যাংক এসব ঋণ নিয়ন্ত্রন করে থাকে। ঋণ বিভাগের কাজ হল ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করা। অর্থাৎ কিভারে ঋণ দেয়া হবে, কত সময়ের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হবে, শিল্প ওবাণিজ্য কোন খাতে ঋণ দেয়া হবে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে কত সুদ ধার্য করা হয়, এখাতের জন্য কিভাবে জামানত গ্রহন করা হবে এসব কার্যাবলী ঋণ বিভাগ নিয়ন্ত্রন করে। শিল্প ও বাণিজ্যখাতে ঋণ নিয়ন্ত্রন করতে উত্তরা ব্যাংক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ আরোপ করে থাকে, কার্যকর ঋণ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি প্রয়োগ করে উত্তরা ব্যাংক শিল্প ও বাণিজ্য খাত ঋণের পরিমাণ কাম্য স্তরে রাখার চেষ্টা করে। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের স্বল্পতা বা আধিক্য কোনটাই কাম্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকসমুহ কিভাবে পুঁজি সরবরাহ করে ।

সোনালী ব্যাংক	উওরা ব্যাংক লিঃ
আধুনিক জটিল ও বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করতে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রচুর মূলধন পুঁজি ও উন্নত কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন। সোনালী ব্যাংক হতে শিল্প কারখানা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করে। সোনালী ব্যাংক জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় গুলো স্থায়ী হিসাব, চলতি, হিসাব ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে। একে ব্যাংকের ধার বলে। সোনালী ব্যাংকের সংগৃহিত আমানত অর্থ হতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ শিল্প ও ব্যবসায় খাতের জন্য মুনাফার বিনিময়ে ধার গ্রহন করে পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। সোনালী ব্যাংক হতে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে স্বল্প মেয়াদের জন্য নগদ ঋণ , জমাতিরিক্ত ঋণ এবং বিনিময় বিল বাট্টা করে অর্থ সরবরাহ করা হয়। শেয়ার, সিকিউরিটিস ইত্যাদি ক্রয় করে অর্থ সরবরাহ করা হয়।	উত্তরা ব্যাংক দেশের অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সর্বদা সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। উত্তরা ব্যাংক দেশের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় সংগ্রহ করে মূলধন সৃষ্টি করে শিল্প কারখানা এবং পুরাতন ও নতুন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গুলিকে পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। উত্তরা ব্যাংক ধার, নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণের তহবিল সৃষ্টি করে তা হতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য খাতের জন্য পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। বিনিময় বিল বাট্টা করে এবং শেয়ার সিকিউরিটিজ ক্রয় করে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উত্তরা ব্যাংক প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে পুঁজি সরবরাহ করার আগে ব্যাংককে অবশ্যই দেখতে হবে খাতটি লাভজনক কিনা । ব্যাংক কোথায় টাকা খাটালে অধিক লাভ পাওয়া যাবে এবং বিনিয়োগ নিরাপদ হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যাংক হিসাবে উত্তরা ব্যাংক তারল্য, নিরাপত্তা ও মুনাফার নীতি ও পদ্ধতি পুরাপুরি ভাবে মেনেই শিল্প ও বাণিজ্য খাতে তহবিল বিনিয়োগ করে পুঁজি সরবরাহ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. শিল্প ও বাণিজ্য খাতের প্রসারে ব্যাংকের কতটুকু অবদান রয়েছে ঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
দেশের দ্রুত শিল্পায়নে ও ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারনে সোনালী ব্যাংক যথেষ্ট অবদান রাখছে। নতুন নতুন শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সংস্কারে ভূমিকা রাখছে। i) ঋণদান : সোনালী ব্যাংক দেশের শিল্প ও দেশের বানিজ্য খাতের প্রসারের জন্য স্বল্প মেয়াদে ঋণদান করে থাকে। ii) কারিগরি সহায়তা: ঋণদান ছাড়া ও সোনালী ব্যাংক সম্ভাব্য শিল্প ও ব্যবসায় উদ্দোগতাদের শিল্প স্থাপন যন্ত্রপাতি ক্রয় ও পরিচালনায় পুরাতন শিল্পের উন্নয়নে এবং আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে মূল্যবান কারীগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। iii) বৈদেশিক মুদ্রা: শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ দান করে থাকে। iv) প্রকল্প সাহায্য: প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রকল্প সমুহের উৎপাদন ও বন্টনের কার্য পরিচালনার জন্যে সোনালী ব্যাংক স্বল্প মেয়াদে ঋণদান করে। ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তারে প্রতিষ্ঠানসমুহ চলতি মূলধনের সমস্যা মুক্ত হয়। তাছাড়া নতুন শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতষ্ঠার লক্ষ্যে এটি উদ্দ্যোক্তাদের প্রকল্পের সম্ভাব্য যাচাই, প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে বিশেষ ভাবে উপদেশ ও আর্থিক সাহায্য করে। vi) সুষম সম্প্রসারন: সুষম শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সকল অঞ্চলে চাহিদানুযায়ী শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা করে । মোট কথা বাংলাদেশের ও বাণিজ্য খাতের প্রসারে সোনালী ব্যাংকের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে হলেও তারা সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহত ভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে।	দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের অনগ্রসর শিল্প ও বাণিজ্য খাতের দ্রুত প্রসারের জন্য উত্তরা ব্যাংক গুরত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে । এই ব্যাংক নুতন নুতন শিল্প ও বাণিজ্য স্থাপন এবং পুরাতন স্থাপনার সংস্কারে যথেষ্ট অবদান রাখে। i) ঋণ দান : উত্তরা ব্যাংক শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারনে স্বল্প মেয়াদে বিভিন্ন ঋণ প্রদান করে থাকে। ii) কারিগরি সহায়তা : শিল্প স্থাপন, যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরাতন শিল্পের উন্নয়ন এবং আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে মূল্যবান কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। iii) বৈদেশিক মুদ্রা: শিল্প ও বাণিজ্য খাতের প্রসারের লক্ষ্যে উত্তরা ব্যাংক বৈদেশিক ঋণদান, মুদ্রা ঋণ দান করে থাকে। iv) প্রকল্প সাহায্য: শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য বন্টনের জন্য উত্তরা ব্যাংক স্বল্প মেয়াদে শিল্প প্রতিনিধি ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের ঋণ প্রদান করে। নুতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগতাদের প্রকল্প সাহায্য প্রদান করে । ফলে শিল্প ও বাণিজ্য স্থাপনের উদ্যোক্তাগণ চলতি মূলধনের সমস্যা মুক্ত । v) সুষম সম্প্রসারন: শিল্প ও বাণিজ্য খাতের সুষম সম্প্রসারণের জন্যে উত্তরা ব্যাংক সকল অঞ্চলে চাহিদানুযায়ী সহায়তা প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পণ্য বন্টনে ব্যাংক কি কার্য পালন করেঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী যথাযথভাবে বন্টন করে একটি জনহিতকর কার্য সম্পাদনে ভূমিকা রাখে। দেশের সবর্ত্র পণ্যসামগ্রী সুষম বন্টন করে। দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যের প্রকল্প সমুহের উৎপাদন ও বন্টনে কার্য পরিচালনার জন্য সোনালী ব্যাংক স্বল্প মেয়াদে ঋণ দান করে থাকে। শিল্প ও বাণিজ্যখাতে প্রাপ্ত পণ্য সামগ্রী দ্রুত ও সহজ পথে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানোর জন্য সোনালী ব্যাংকে দেশের যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধার জন্য ঋণ প্রদান করে। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী জল, স্থল, ও আকাশ পথে পণ্য পরিবহনে উত্তরা ব্যাংক পরামর্শ ও অর্থ সাহায্য করে থাকে।	উত্তরা ব্যাংক উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য যথাযথ ভাবে বন্টন করতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে । এটি পণ্য দ্রব্য সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, ও পরিবহনে উৎপাদনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে পণ্য সামগ্রী দ্রুত ও সহজ পথে যথাযথ স্থানে পৌছাতে উত্তরা ব্যাংক পরিবহন ঋণ স্বল্প মেয়াদে প্রদান করে থাকে। জল, স্থল ও আকাশ পথে পণ্য দ্রব্য চাহিদা মোতাবেক সুষম বন্টনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে উত্তরা ব্যাংক পরামর্শ ও অর্থ সহায়তা প্রদান করে। পণ্যের যথাযথ বন্টনের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের সঠিক স্থান নির্বাচনে উত্তরা ব্যাংক পরামর্শ দিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ব্যাংক কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করেঃ

সোনালী ব্যাংক	উওরা ব্যাংক লিঃ
এমন অনেক প্রয়োজন রয়েছে সেজন্য শিল্প ও ব্যবসায়ীদের ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয়। ব্যাংক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ হয়ে তাদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে সেই প্রয়োজনীয় কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করে থাকে। i) শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করে, ii) অর্থের আদান প্রদান করে। iii) অছি হিসেবে সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ করে। iv) বীমার প্রিমিয়াম প্রদান করে v) পেনশনের টাকা সংগ্রহ করে। vi) মক্কেলদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সনদ প্রদান করে।	উত্তরা ব্যাংক প্রতিনিধি হিসাবে শিল্প ও বাণিজ্যখাতে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে থাকে। বিদেশে গ্রাহকদের ক্রয় বিক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে ও কাজ করে থাকে। এতে দেশে বসেই সে শিল্প ও বাণিজ্যের কাজ কারবার পরিচালনায় সক্ষম হয়। অর্থাৎ উত্তরা ব্যাংক দেশে বিদেশে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে গ্রাহকদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। i) শেয়ার, ডিবেঞ্চার ক্রয় বিক্রয় করে ii) বীমার প্রিমিয়াম জমা দিতে পারে। iii) পাওনা টাকা দান করতে পারে। iv) অছি হিসাবে সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন করতে পারে। v) পেনশনের টাকা সংগ্রহ করে vi) গ্রাহকদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সনদ প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. শিল্প ও বাণিজ্য খাতে কোন ব্যাংক উত্তমঃ

সোনালী ব্যাংক	উওরা ব্যাংক লিঃ
শিল্প ও বাণিজ্য খাতে সেবা প্রদানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বাপেক্ষা উত্তম। সে হিসাবে সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক গুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর নির্দেশে এ সব খাতে সেবা প্রদান করে থাকে। যে সব গ্রাহক অর্থাৎ শিল্পপতি ও ব্যাবসায়ী রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক এর সেবা পেতে অধিক আগ্রহী তারা সর্বাধিক জনপ্রিয় সোনালী ব্যাংক হতেই তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। নিম্নলিখিত গুণাবলী বিবেচনা করে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংককে উত্তম বলা চলে। যেমনঃ সেবা প্রদান, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার, পুজি সরবরাহ, তারল্য, সোনাম, কর্মীদের মধুর ব্যবহার ইত্যাদি।	শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক গুলোর পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। এখাতে সহায়তা দানে শিল্প ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথাপি পুরাতন ব্যাংক হিসাবে উত্তরা ব্যাংক শিল্প ও বাণিজ্যখাতের উন্নয়ন কর্মকান্ডে যথাযথ কর্মসূচী গ্রহন করে থাকে। উত্তরা ব্যাংক সহজ কিস্তিতে শিল্প ও বাণিজ্যখাতে ঋণ প্রদান করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে। শিল্প ও বাণিজ্য খাতের জন্য উওরা ব্যাংকের কিছু গুনাবলী রয়েছে যাতে একে উত্তম সেবা প্রতিষ্ঠান বলা চলে। যেমন, এখাতে ঋণ স্কীম, প্রসার ও প্রচারে সাহায্য, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, বৈদেশিক সাহায্য, উত্তম সেবা প্রদান, নিরাপত্তা বিধান, সুনাম ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৮। এ খাতে ব্যাংকের কাজের মূল্যায়নঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। গঠন অঙ্গ ও কার্য পরিচালনার ধারা হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরেই এই ব্যাংক এর অবস্থান। সোনালী ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে। তবে এই ব্যাংক এর কাজের মূল্যায়ন খুব সহজ নয়। সেক্ষেত্রে এর কাজের দক্ষতার মূল্যায়ন করতে হবে। দক্ষতার মূল্যায়ন নিম্ন লিখিত ভাবে করা যায়- i) শিল্প ও বাণিজ্য সেবা প্রদান: সোনালী ব্যাংক যদি গ্রাহকদের এখাতে যথাযথ সেবা প্রদান করে তবে এটি দক্ষতা অর্জন করবে। ii) অভিজ্ঞতা ও বয়স: সোনালী ব্যাংক একটি অতি প্রাচীন ব্যাংক এবং বেশ অভিজ্ঞ বটে। তার কার্য এবং অভিজ্ঞতা অধিক। iii) তহবিল গঠন: সোনালী ব্যাংক তহবিল গঠনে অধিক সফল। iv) শাখার সংখ্যা: সোনালী ব্যাংকের দেশে বিদেশে প্রচুর শাখা রয়েছে। v) কর্মীদের ব্যবহার: কর্মী তার ভাল ব্যবহার ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা দেখিয়ে গ্রাহক আকৃষ্ট করে থাকে। vi) সুনাম: সোনালী ব্যাংক শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ঋণ প্রদানে সুনাম প্রতিষ্ঠা করে তার কাজের মূল্যায়ন প্রমান করতে পারে। অছাড়া গোপনীয়তা রক্ষা, তারল্য, গণসংযাগ, ব্যাংকের অবস্থান ইত্যাদি দ্বারা সোনালী ব্যাংকের কাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব।	শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উত্তরা ব্যাংকের কাজের মুল্যায়ন করতে হলে ব্যাংক তার কর্মে কতটুকু দক্ষ ও সফল তার হিসাব পরিমাপ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছু উপাদান বিবেচনা করা আবশ্যক। i) শিল্প ও বাণিজ্য খাতের প্রসার: এ খাতের প্রসাবে উত্তরা ব্যাংক এর ঋণ প্রদান যথাযথ হতে হবে যা প্রসারে সহায়ক হবে। ii) নিরাপত্তা প্রদান: শিল্প ও বাণিজ্য খাতে প্রদত্ত ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। iii) শাখা: উত্তরা ব্যাংক এর কতগুলি শাখা শিল্প ও বাণিজ্য খাতে সেবা প্রদান করে তা দেখতে হবে। অধিক সংখ্যক শাখা হলে গ্রাহকদের অধিক মূলধন সরবরাহ করতে পারে। iv) কর্মীদের ব্যবহার: শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উত্তরা ব্যাংকের কর্মীরা তাদের গ্রাহকদের মধুর ব্যবহার দক্ষতা প্রদর্শন করে আকৃষ্ট করতে পারে। v) সুনাম: শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উত্তরা ব্যাংক এর কতটুকু সুনাম রয়েছে তা কাজের মূল্যায়নে সহায়তা করে। তারল্য, গণ-সংযোগ, তহবিল গঠন, বিনিময়, ইত্যাদি ব্যাংক এর কাজের মূল্যায়নে বিবেচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৩ গ. কৃষি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় খাতের ব্যাংকের ভূমিকা-

নমুনা হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংক এবং বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংককে নেয়া হয়েছে। এ দুটো ব্যাংকের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে গবেষণা করা হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে।

১। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাংক এর গুরুত্ব কতটুকুঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের দেশ বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সোনালী ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যেমন ঃ i) চাষাবাদ: সোনালী ব্যাংক কৃষকদের হালের বলদ, বীজ, সার, কীটনাশক, ঔষধ, ভূমির উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য স্বল্প মেয়াদে ঋণ দান করে। vii) শস্য ঋণ: কৃষকদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য শস্য ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে। ফলে কৃষকগণ মৌসুমী মুলধনের সমস্যা মুক্ত হয়। iii) মৎস্য চাষ ও পশুপালন: কৃষকদের আর্থিক উন্নতি ও দেশের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে কৃষকদের মৎস্য চাষ, পশুপালন ও হাঁস মুরগির খামার প্রতিষ্ঠার জন্য সোনালী ব্যাংক পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে। iv) কৃষি নির্ভর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন : কৃষির মৌসুমী ও ছদ্ম বেকারত্ব দুর করতে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে কৃষকদের স্বল্প মেয়াদে ঋণ দান করে, ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং আয় বৃদ্ধি পায। v) বন ও উদ্যান উন্নয়ন: দেশের গৃহ নির্মান, আসবাবপত্র তৈরী এবং জ্বালানী কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে বনজ সম্পদের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করে সোনালী ব্যাংক। মোট কথা দেশের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সোনালী ব্যাংক কৃষকদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে আর্থিক সাহয্য ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।	কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যে শুধুমাত্র উত্তরা ব্যাংক কিংবা ন্যাশনাল ব্যাংক বেসরকারী ব্যাংক হিসাবে গুরুত্ব দিলে হবে না। সকল ব্যাংককেই প্রাধান্য দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। তবে সব ব্যাংককে একত্রে দেখান সম্ভব নয় বলে আমরা নমুনা হিসাবে উত্তরা ব্যাংক এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব। i) মূলধন সরবরাহ: কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, সেচযন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় মুলধন সরবরাহ করে উত্তরা ব্যাংক। ii) পরামর্শদান: চাষাবাদ পদ্ধতি, কীটনাশক ব্যবহার, পণ্য বন্টন ইত্যাদি কৃষিকার্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করে উত্তরা ব্যাংক অজ্ঞ কৃষকদের সহায়তা করে। iii) বিভিন্ন ঋণ দান: শষ্য ঋণ, (ধান, গম, ইক্ষু), মৎস্য ঋণ, ভূমি ঋণ, কৃষিজ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঋণ, বন ও উদ্যান উন্নয়ন ঋণ প্রদান করে কৃষি খাতকে সমৃদ্ধ করতে উত্তরা ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফলে দেশের খাদ্যাভাব ও পুষ্টি সমস্যা দূর হয়। iv) কৃষি ব্যবসায়: কৃষিজাত ক্ষুদ্র মাঝারি বা বৃহদায়তন ব্যবসায় পরিচালনার জন্য উত্তরা ব্যাংক অর্থ সাহায্য করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক ব্যবসায় এবং কৃষি পণ্য আমদানি রপ্তানিতে ভূমিকা রাখে। সংস্কার ও পুনর্বাসন: কৃষি সম্পদ সংস্কার ও পুর্নপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ব্যাংক কিভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করেঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে ঋণ প্রদান করে থাকে। i) পাট ও ইক্ষু উৎপাদন ঋণ: প্রধানতম রপ্তানী পণ্য পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাট চাষীদের সোনালী ব্যাংক ঋণ দিয়ে আসছে। ইক্ষু চাষে ব্যয় অধিক। তাই সোনালী ব্যাংক চাষীদের সহায়তা করতে চিনি কলে ঋণ প্রদান করে আসছে। ii) কৃষি শাখা প্রকল্প: কৃষি শাখা সোনালী ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগ। এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করে ভূমিহীন, অবহেলিত এবং প্রান্তিক চাষীদের ঋণ প্রদান নিশ্চিত করণ, কিছু পরিবারকে সকল প্রকার ঋণ ও ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান কৃষি শাখার মূল লক্ষ্য। ঋণ এর পরিমান ১১৪৭.৮৭ কোটি। iii) সার ডিলারদের জন্য ঋণ: উন্নতমানের বীজ ও সার ব্যবহারের জন্য ডিলারদের স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। iv) সেচযন্ত্র ঋণ: সেচযন্ত্রপাতি, গভীর ও অগভীর নলকূপ, শক্তিচালিত সেচযন্ত্র এসবের জন্য সোনালী ব্যাংক ১৯৭৭ সন হতে কৃষকদের সেচযন্ত্র ঋণ প্রদান করে থাকে। এর পরিমান বর্তমানে ২০,৫ ৩,৮ ১০০০। v) প্রত্যক্ষ কৃষি ঋণ কর্মসূচী: সোনালী ব্যাংক ১৯৭৬ সন হতে গ্রামাঞ্চলে শষ্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, সব্জি বাগান, ফলের উদ্যান উন্নয়ন, মুরগী পালন, প্রভৃতি খাতে ঋণ প্রদান করে। vi) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও বনজ সম্পদ উন্নয়ন: কৃষি নির্ভর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রদান করে।	জনগন যে অর্থ উত্তরা ব্যাংকে জমা রাখে তার সবটাই একসাথে উঠিয়ে নেয় না। তাই যে অর্থ ব্যাংকে অলসভাবে পড়ে থাকে তা থেকে কৃষি খাতে প্রয়োজনমত ঋণ প্রদান করে থাকে। উত্তরা ব্যাংক স্বল্প মেয়াদে কৃষি ঋণ প্রদান করে। i) উত্তরা ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য কৃষি ঋণ বিভাগ রেখেছে। শষ্য উৎপাদনের জন্য শষ্য ঋণ, জমি চাষের জন্য ভূমি ঋণ, শিল্পজাত কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করে। উৎপাদিত পণ্য যথাযথ বন্টনের জন্য পরিবহন ঋণ দিয়ে থাকে। ii) দেশে বিদেশে পণ্য দ্রব্য আমদানি রপ্তানি করতে অর্থ সহায়তা করে থাকে। iii) কৃষিতে আধুনিকি করনের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি খাতের সম্প্রসারনে অর্থ ও পরামর্শ দান করে থাকে। iv) কৃষি পণ্য সংরক্ষন, গুদামজাতকরণ এবং অপ্রচলিত কৃষি পণ্যের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে উত্তরা ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করছে। v) বিভিন্ন খাতে কৃষি ঋণের পরিমান ২৩.০ কোটি।

Dhaka University Institutional Repository

৩। কৃষি ক্ষেত্রে কিভাবে মূলধন সরবরাহ করেঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর। তাই এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কৃষি খাতে উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর সে জন্যে উন্নয়নমূলক কৃষি প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নের জন্য সেই খাত সমূহে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করা আবশ্যক। সোনালী ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হিসাবে কৃষি খাতে নানাভাবে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। সোনালী ব্যাংক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সারা দেশের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা জনগনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় গুলিকে একত্রিত করে নিজস্ব তহবিল গঠন করে। সেই তহবিল থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাবার জনা ও অন্যান্য খাতে প্রয়োজনীয় মূলধন জমা রেখে অবশিষ্ট অংশ কৃষি খাতে সরবরাহ করে থাকে। সোনালী ব্যাংক বিল ভাঙ্গিয়ে, বিল গ্রহন করে এবং প্রত্যয়পত্র পুনঃবিলি করে কৃষি খাতে অর্থ সংস্থান করে থাকে। টাকার জরুরী প্রয়োজন হলে কৃষকগণ বিল ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকার ব্যবস্থা করতে পারে। সোনালী ব্যাংক ধার, নগদ ঋণ, এবং জমাতিরিক্ত ঋণের তহবিল সৃষ্টি করে তা থেকে কৃষকদের যথাযথ জামানতের বিনিময়ে মূলধন সরবরাহ করে থাকে।	আধুনিক যুগে কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে বাংলাদেশে নতুন নতুন কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য বেসরকারী ব্যাংক হিসাবে উত্তরা ব্যাংক প্রয়োজনমত মূলধন সরবরাহ করে সাহায্য করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে উত্তরা ব্যাংক স্বল্প মেয়াদে কৃষকদের বিভিন্ন প্রকারে মুলধন সরবরাহ করে থাকে। নগদ ঋণ, ধার, জমাতিরিক্ত ঋণ এবং বিল বাট্টা করে মুলধন সরবরাহ করে থাকে। উত্তরা ব্যাংক দেশের গ্রামাঞ্চল সহ সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সঞ্চয়গুলি সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করে। তারপর দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে বাকী অর্থ থেকে কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক অর্থ সরবরাহ করে থাকে। যথাযথ জামানতের বিনিময়ে কৃষকগন উত্তরা ব্যাংক থেকে মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করেঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হিসাবে সোনালী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সোনালী ব্যাংক ঋণের পরিমান সময় ও প্রয়োজন মত হ্রাস বা বৃদ্ধি করে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ কাম্য স্তরে রাখার চেষ্টা করে। বাজারে যখন প্রচুর ঋণ ছাড়া হয় তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক কম ঋণ দেয় এবং কৃষকগণ কম ঋণ গ্রহন করে। আবার কৃষি বাজারে যখন ঋণ কম থাকে তখন সোনালী ব্যাংকও অধিক ঋণ দেয় এবং জনগন কৃষি ক্ষেত্রে অধিক ঋণ গ্রহন করে। সোনালী ব্যাংক এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করে বাজারে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সোনালী ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, ধার, দলিলি ঋণ সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এতে দ্রব্যমূল্য স্তর, মুদ্রাবাজার স্তর কাম্য স্তরে থাকবে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বাড়ে, আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। কৃষি ক্ষেত্রে কত ঋণ দেয়া হবে, কত সুদ ধার্য হবে, কিভাবে জামানত গ্রহন করা হবে অর্থাৎ ঋণ বিভাগের যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ সোনালী ব্যাংক করে থাকে।	কৃষি ক্ষেত্রে উত্তরা ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে উত্তরা ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়। ঋণ নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে উওরা ব্যাংক কৃষি ঋণের পরিমানকে কাম্য পর্যায়ে রাখে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য উত্তরা ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কৃষি ঋণের পরিমান বাঞ্ছিত মাত্রায় রাখার প্রয়াস পায়। কৃষি দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা, অর্থের যোগানে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে উত্তরা ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলা বাজার নীতি, কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এন্য়-বিএন্য়, ঋণ সরবরাহ হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি পদ্ধতি ঋণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। কৃষি ক্ষেত্রে কত ঋণ দেয়া হবে, কি পরিমান সুদ ধার্য করা হবে, কি জামানত রাখা হবে কে ঋণ নিবে, কিভাবে ঋণ ফেরৎ নেয়া হবে ইত্যাদি ঋণ সংএনন্ত যাবতীয় কার্যাবলী উত্তরা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বন্টনে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কার্য কিরূপঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, আমাদানী, রপ্তানী, বন্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উৎপাদিত পন্য সামগ্রী বন্টনের জন্য পন্য পরিবহনের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ পন্য উৎপাদন স্থান হতে বিক্রয় স্থানে আবার সেখান থেকে ভোক্তার কাছে পৌছাতে পণ্য পরিবহনের প্রয়োজন হয়। কাজেই পন্য বন্টনের জন্য যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন আবশ্যক। সোনালী ব্যাংক এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। স্থল পথ, জল পথ কিংবা আকাশ পথে পন্য উৎপাদন স্থান থেকে বন্টন স্থানে দেশে কিংবা বিদেশে আনা নেয়া করা হয়। তাই উৎপাদিত পন্য দ্রব্য যেন উন্নতমানের হয় সোনালী ব্যাংক সে জন্য স্বল্প মেয়াদে কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে। কৃষি পন্যের সুষম বন্টনের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে সোনালী ব্যাংক পরিবহন ঋন প্রদান করে থাকে।	কৃষি ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক পন্য সামগ্রী বন্টনে ভূমিকা রাখে। উত্তরা ব্যাংক উৎপাদিত কৃষি পন্য উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিক্রয় কেন্দ্র এবং পন্যের ভোগকারীর কাছে পৌছিয়ে দিতে সহায়তা করে। কৃষি পন্য বন্টনে পন্য জল, স্থল বা আকাশ পথে পরিবহন করতে হয়। এই পরিবহন ব্যয়ে উত্তরা ব্যাংক অর্থ সহায়তা করে। তাছাড়া যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ঋণ দিয়ে থাকে। সুবিধাজনক স্থানে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে উন্নতমানের সার, বীজ প্রয়োগ করে উন্নত পন্য উৎপাদন করা হলে পন্য দ্রুত বন্টন সহজ হয়। এতে কৃষি ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়। উত্তরা ব্যাংক হতে এ ব্যাপারে উপদেশ ও ঋণ পাওয়া যায়। উত্তরা ব্যাংক কৃষিজ পণ্য বন্টনে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে থাকে। উত্তরা ব্যাংক তার সেবা দিয়ে জনগনকে কৃষি পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে। ফলে দ্রুত পণ্যের বন্টন সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬। কৃষি খাতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকের কাজের মূল্যায়ন ঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
ব্যাংক এর কাজের মূল্যায়ন কারার সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম বা পদ্ধতি নেই। সোনালী ব্যাংক এর কাজের মূল্যায়ন বলতে আমরা কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাংক এর কাজের দক্ষতাকে বুঝব। কৃষি ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক (বা অগ্রনী ব্যাংক) এর দক্ষতা বা কাজের মূল্যায়নে কিছু উৎপাদান পর্যালোচনা করব। ১) ব্যাংকের উৎপত্তিঃ দক্ষতা বিচারে পুরাতন ঐতিহ্য বাহী ব্যাংক হল সোনালী ব্যাংক। ১৯৭২ সনে পুরাতন ব্যাংক দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান লিঃ, দি ব্যাংক অব ভাওয়ালপুর লিঃ এবং দি প্রিমিয়াম ব্যাংক লিঃ মিলিত হয়ে নুতন নাম সোনালী ব্যাংক হিসাবে পূর্ণগঠিত হয়। কাজেই অভিজ্ঞতা ও বয়স বিবেচনায় এই ব্যাংকের কাজ অন্যান্য ব্যাংক এর চেয়ে অধিক গ্রহনযোগ্য। ২) ব্যাংকের শাখাঃ সোনালী ব্যাংক এর শাখা সর্বাধিক। তাই অধিক মূলধন সংগ্রহ, অধিক গ্রাহকদের সেবা প্রদান, অধিক প্রচার ব্যবস্থা এবং অধিক আমানত সৃষ্টি করতে সক্ষম। ৩) গোপনীয়তা রক্ষাঃ গোপনীয়তা রক্ষা করে সোনালী ব্যাংক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। ৪) কর্মীদের ব্যবহারঃ ব্যাংকার ও ব্যাংকে কর্মরত সব কর্মীদের আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, বন্ধুত্ব সুলভ মধুর ব্যবহার, সময়নিষ্ঠা অধিক জনগনকে ব্যাংকের প্রতি আকৃষ্ট করে তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। ৫) সুনামঃ সোনালী ব্যাংক এর সুনাম তার কর্মের মূল্যায়ন করবে। তাছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর	কৃষি খাতে ব্যাংক কতটুকু সফল তার যাচাই সম্ভব উত্তরা ব্যাংকের কাজের মূল্যায়ন দ্বারা। অন্যান্য ব্যাংক থেকে যে ব্যাংক অধিক ভাল সেই ব্যাংকে লোক কৃষি খাতে লেনদেন করবে। কৃষিক্ষেত্রে উত্তরা ব্যাংকের দক্ষতার পরিমাপ দ্বারা কাজের মূল্যায়ন সম্ভব। উত্তরা ব্যাংকের কৃষি কাজের মূল্যায়ন করতে হলে কতিপয় উপাদান বিবেচনা করতে হবে। ১) উৎপত্তি ও অভিজ্ঞতাঃ উত্তরা ব্যাংক প্রথমে জাতীয়করনকৃত ছিল। ১৯৭২ সালে এটিকে বিরাষ্ট্রীয়করন করা হয়। কাজেই এ ব্যাংক এর সরকারী, বেসরকারী দুরকম অভিজ্ঞতা আছে। প্রাচীন ব্যাংক দি ইষ্ট্রার্ণ ব্যাংক কর্পোরেশন লিঃ এর নতুন নাম উত্তরা ব্যাংক লিঃ। আর ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। কাজেই বয়স ও অভিজ্ঞতায় উত্তরা ব্যাংক এর কার্যাবলী অধিক গ্রহনযোগ্য। ২) ব্যাংকের অবস্থানঃ উত্তরা ব্যাংকের অবস্থান কৃষি উৎপাদন কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত হলে লেনদেন ও যাতায়াতে সুবিধা ও সময় বাচে। ফলে ব্যাংকটি দক্ষতার পরিচয় দেয়। ৩) গোপনীয়তা রক্ষাঃ উত্তরা ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে গ্রাহকের গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকে। ৪) তারল্যঃ উত্তরা ব্যাংক কৃষকদের জমাকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত নগদ টাকা জমা রাখে। অর্থাৎ ব্যাংকের তারল্য বেশী। ৫) কর্মীদের ব্যবহারঃ উত্তরা ব্যাংকের কর্মরত কর্মীদের সুব্যাবহার, কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত সেবা প্রদান, নিরপত্তা বিধান, সময়ানুবর্তিতা, পরামর্শ প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সম্পর্ক, তারল্য, বিদেশী শাখা ইত্যাদি ব্যাংকের কাজের মুল্যায়নে সাহায্য করে।	ক্ষমতা অধিক পরিমানে গ্রাহক আকৃষ্ট করে তাদের কর্মের মূল্যায়ন প্রমান করে থাকে। vi) সুনাম ।। প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক হিসাবে এর সুনাম পরিমাপ দ্বারা কাজের মূল্যায়ন করা যায়।

৭। কৃষি ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক উত্তম ঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
ব্যাংকে হিসাব খোলার আগে স্বাভাবিকভাবেই একজন জানতে চায় কোন ব্যাংক উত্তম। তেমনি একজন কৃষক কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ নেয়ার আগে অবশ্যই ব্যাংক সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হয়েই ঋণ গ্রহন করবে। সোনালী ব্যাংক উত্তম হতে হলে সেটিকে কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হবে। i) কৃষি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান ii) কৃষি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ iii) কৃষি খাতে পুঁজি সরবরাহ বৃদ্ধি iv) এ খাতে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ v) কৃষি পণ্য আমদানি রপ্তানিতে সহায়তা vi) উৎপাদিত কৃষি পণ্য বন্টন ব্যবস্থা	কৃষি ক্ষেত্রে একই রকম সুযোগ সুবিধা একজন গ্রাহকের পছন্দ হলে অন্য একজনের তা নাও হতে পারে। তথাপি উত্তম ব্যাংক বিবেচিত হলে গ্রাহকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার সেবা গ্রহন করবে। সে ক্ষেত্রে কৃষিখাতে উওরা ব্যাংক কতটুকু উত্তম তা বিবেচনা করতে হবে। উত্তম ব্যাংক এর কতিপয় গুনাবলী অর্জন করতে পারলে উত্তম ব্যাংক বলে গ্রহনযোগ্য হবে। i) কৃষি খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ii) ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রের বিস্তার iii) উৎপাদিত পণ্য বন্টনে সহায়তা iv) কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ সরবরাহ v) যথাযথ সেবা প্রদান vi) কৃষিপণ্য আমদানি রপ্তানিতে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৪ ঘ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ঃ

এ ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় কি, কারা সঞ্চয় এ উৎসাহী, এ সঞ্চয়কে কি কাজে লাগান যায়, এর প্রসার কতটুকু, এ কাজে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক কতটুকু দক্ষ ও সফল এসব তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। আমরা এ গবেষণা কর্মে নমুনা হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংক ও বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক নিয়ে আলোচনা করব।

১. ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় কি-

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে তার সঞ্চয় ভান্ডার গড়ে তোলে। সোনালী ব্যাংক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সারা দেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়গুলো আমানত হিসাবে জনগনের কাছ থেকে সংগ্রহ করে যে সঞ্চয় ভান্ডার গড়ে তোলে তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় নামে পরিচিত। দেশের কৃষক, শ্রমিক, কারবারী, ব্যবসায়ী, মহাজন, শিল্পকর্মী মালিক সহ আপামর জনসাধরণ এর অর্থ দিয়ে এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ হয়। তারা তাদের কষ্টার্জিত উপার্জন এর পুরাটাই হেলাফেলায় অপচয় না করে তা থেকে প্রয়োজন মোতাবেক খরচের জন্য রেখে অবশিষ্ট অর্থ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হিসাবে সোনালী ব্যাংকে জমা রাখে। সোনালী ব্যাংক স্থায়ী, সংয়ী, চলতি আমানত হিসাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ করে থাকে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমান ২৫০০০ এর বেশী হলে তা মাঝারি সঞ্চয়। সোনালী ব্যাংক দেশী বিদেশী শাখা স্থাপন করে এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ করে থাকে।	উত্তরা ব্যাংক বিভিন্ন উপায়ে সঞ্চয় তহবিল গঠন করে। উত্তরা ব্যাংক দেশের যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ করে আমানত হিসাব খুলে। জনগনের কাছ থেকে সংগৃহীত এ অর্থই ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় নামে পরিচিত। উত্তরা ব্যাংক দেশের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকল শ্রেনীর লোকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ করে আমানত হিসাবে। কৃষক শ্রেনী থেকে শ্রমিক, মহাজন, কারবারী শিল্প কর্মী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সকলের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। আমানতকারীদের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে বিনিয়োগ হিসাবে ব্যবহার করে। সংগৃহীত ক্ষুদ্র আমানত ২৫,০০০ হইতে ৩০,০০০ টাকার বেশী হলে তাকে মাঝারি সঞ্চয় বলা হয়। স্থায়ী, চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবে এ আমানত সংগ্রহ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে কি কাজে লাগান যায় ঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক জনগনের কাছ থেকে সংগৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় দেশের মুলধন গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিভিন্ন খাতে এ সঞ্চয় বিনিয়োগ করে ব্যাংক সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে। সঞ্চয়ের ২৫ ভাগ তরল হিসাবে রেখে অবশিষ্ট সঞ্চয় বিনিয়োগ করে। i) শিল্প খাতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে শিল্প খাতে বিনিয়োগ করে কাজে লাগান হয়। সোনালী ব্যাংক এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বৃহাদায়তন শিল্প তথা সার্বিক শিল্প কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে থাকে। ii) ব্যবসায় বাণিজ্য খাতঃ ব্যবসায়ী ও বণিকগণ তাদের ব্যবসায়িক ঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণ এবং অন্যানা সার্বিক ব্যাংকিং ব্যাপারে সোনালী ব্যাংক হতে সহযোগিতা লাভ করে। সোনালী ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হতে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। iii) কৃষিখাতঃ কৃষি খাতে কৃষি কর্মাদির জন্য কৃষি ঋণ তথা অর্থ প্রয়োজন। সোনালী ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে কৃষিখাতে বিনিয়োগ করে কৃষি ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করে। iv) পরিবহন খাতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে পরিবহন খাতে বিনিয়োগ করে সোনালী ব্যাংক পরিবহন খাতের উন্নয়ন সাধন করে। ইত্যাদি। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে আগ্রহী ঋণ গ্রহীতা সোনালী ব্যাংক হতে সংগ্রহ করে তাদের প্রয়োজনীয় পুঁজি গঠন করে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা অর্জন করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরায়িত করে থাকে।	ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে লাভজনক উপায়ে বিনিয়োগ করা যায়। উত্তরা ব্যাংক এ সঞ্চয় দ্বারা মূলধন গঠন করে বিভিন্ন কাজে তাকে লাগিয়ে থাকে। ভবিষ্যতের জন্য ঋণ দেয়। i) জনগনের সঞ্চয়।। জনগন তাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় উওরা ব্যাংকে জমা রেখে ভবিষ্যাতের জন্য সঞ্চয় বাড়াতে পারে। ব্যাংক লাভসহ এ সঞ্চয় যথা সময়ে ফেরৎ দেয়। এর দ্বারা বিয়ে, সন্তানের লেখাপড়া বা প্রিয়জনকে প্রয়োজনে সাহায্য করা সম্ভব হয়। ii) ব্যাংকের তহবিল।। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি, সঞ্চয় সহগ্রহ করে নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল গঠন করে। এ সঞ্চয়কে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। iii) শিল্প খাত।। উত্তরা ব্যাংক কম্পিউটার শিল্প, জাহাজ নির্মান শিল্প, পোষাক শিল্প ইত্যাদি লাভজনক খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে বিনিয়োগ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। iv) ব্যবসায় বাণিজ্য খাত।। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজন, আমদানি রপ্তানি খাতে উত্তরা ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় ঋণ প্রদান করে সহায়তা করে। v) কৃষি খাত ।। কৃষি উপকরণ, ধান, গম, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনে কৃষি ঋণ দিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। vi) পরিবহন খাত।। যাতায়াত ও পরিবহন খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে উত্তরা ব্যাংক।

Dhaka University Institutional Repository

৩। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে কারা বেশী আগ্রহীঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক জনগণের নিকট হতে তাদের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে প্রচারাভিযান চালায়। যারা এ সঞ্চয় করতে চায় অথচ সুযোগ সুবিধার অভাব বোধ করে সোনালী ব্যাংক তাদের পরামর্শ সহযোগিতা দিয়ে সঞ্চয়ে আগ্রহী করে। i) কৃষক: দেশের কৃষকগণ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমান সঞ্চয় দ্বারা ব্যাংকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় এর জন্য হিসাব খোলে। ii) শ্রমিক: দেশের শ্রমিক গণ তাদের প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক বা মাসিক আয় থেকে যে সঞ্চয় করে তা সোনালী ব্যাংকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখে। iii) মহাজন: মহাজন, মাতবর, চেয়ারম্যান এরা ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে আগ্রহী থাকে। iv) ব্যবসায়ী: ব্যবসায়ী গন তাদের আয় থেকে ব্যাংকে আমানত হিসাবে অর্থ সঞ্চয় করে। v) শিল্পপতি: শিল্পপতি তথা ধনী সমপ্রদায় তাদের অর্জিত লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে সঞ্চিত করে সোনালি ব্যাংকে রাখে। vi) জনগণ: শিল্প শ্রমিক, মেহনতী লোক সহ দেশের আপামোর জনসাধারন সোনালী ব্যাংকে অর্থকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখে।	দেশের সকল শ্রেনী উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেনীর জনগন চোর ডাকারে ভয়ে তাদের সংসারের খরচ হতে বাঁচা আয় ঘরে রাখতে পারে না। সেক্ষেত্রে তারা এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়গুলো উত্তরা ব্যাংকে জমা রাখতে আগ্রহী হয়। এতে তারা অর্থ সঞ্চয়ে নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে যে লাভ পাওয়া যায় তাতেও জনগন ব্যাংকে সঞ্চয় করতে আগ্রহী হয়। i) কৃষক: কৃষকগণ তাদের কৃষিখাতে থেকে উপার্জিত আয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হিসাবে উত্তরা ব্যাংকে জমা করে। ii) শ্রমিক: খেটে খাওয়া মজুর, শ্রমিক, কুলি সকলেই তাদের সঞ্চয় হিসাব খুলতে পারে। iii) মহাজন ও ব্যবসায়ী: গ্রাম্য মাতব্বর, মহাজন, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীগণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় করে থাকে। iv) শিল্পপতি ঃ রাজধানীর শিল্পপতি, শহুরে ধনী সম্প্রদায় লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হিসাবে উত্তরা ব্যাংকে জমা করে। v) জনগণঃ ব্যাংক কর্মী, আপামর মেহনতি মানুষ সহ সঞ্চয়ে সক্ষম সুস্থ, সাবালক প্রত্যেক নাগরিক উত্তরা ব্যাংকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে আগ্রহী হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের প্রসার ঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অর্থ সম্পদে দেদার খরচের পক্ষপাতি। সোনালী ব্যাংক মানুষের এই মানসিক প্রবণতা রোধ করে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের স্পৃহা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে প্রসারিত করে। ব্যাংকের হিসাব প্রচলিত থাকার ফলে উচ্চবিত্ত হতে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেনীর লোকেরা তাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়গুলো সোনালী ব্যাংকে জমা করে রাখে। সোনালী ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের প্রসারের লক্ষ্যে তার শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। এই শাখা সারা দেশে বিস্তৃত যা দ্বারা জনসংযোগ রক্ষা করে ব্যাংক জনগনের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়গুলো আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে থাকে। এ আমানত গ্রহনের জন্য স্থায়ী সঞ্চয় ও চলতি হিসাব খোলে থাকে। তদুপরি ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের আরও অধিক প্রসার আবশ্যক। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিখাতে লাভজনক বিনিয়োগ বৃদ্ধি মানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় এর প্রসার লাভ। এ সব খাত এ সঞ্চয় থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে।	আমাদের মত উন্নয়নশীল জনগণের আয় কম, তাই তাদের সঞ্চয় কম। তাই বেসরকারী ব্যাংক হিসাবে উত্তরা ব্যাংক এই স্বল্প সঞ্চয়কে সংগ্রহ করতে বহু শাখা স্থাপন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হিসাবে ব্যাংকে আমানত খুলতে প্রচারনা চালায়, পরামর্শ প্রদান করে। ফলে দিনে দিনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরা ব্যাংককে দেশের লাভজনক বিনিয়োগ খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় বিণিয়োগ করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। ফলে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের সঞ্চিত অর্থ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হিসাবে ব্যাংকে জমা হবে ও এর প্রসার হবে। জনগণ যা সঞ্চয় করে তার বেশীটাই আসে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয হিসাবে। উত্তরা ব্যাংক এ সঞ্চয় স্থায়ী, সঞ্চয়ী ও চলতি আমানত এর মাধ্যমে সংগ্রহ করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় প্রসারিত হচ্ছে বলে উত্তরা ব্যাংক থেকে কম্পিউটার শিল্প, তাঁতশিল্প, অস্ত্র গোলাবারুদ, জাহাজ নির্মান শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কে কিভাবে উৎসাহিত করা যায় ঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
আমাদের দেশের জনগনের যে আয় তা থেকেই তাদের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সোনালী ব্যাংক জনগনকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে। i) শাখা বিস্তারঃ শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের আওতায় আনা হয়। ii) সুদ প্রদানঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হিসাব খোলা হলে সোনালী ব্যাংক নির্ধারিত সময়ে সুদ সহ টাকা ফেরৎ দিয়ে থাকে। iii) চাহিবা মাত্র দেয়ঃ সোনালী ব্যাংকে সঞ্চয় জমা রেখে গ্রাহক চাহিবা মাত্র প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে চেক কেটে। এর জন্য ব্যাংক তার সংগৃহীত অর্থের ২৫% গ্রাহকের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাতে রিজার্ভ হিসাবে রেখে দেয়। iv) বৃহৎ সঞ্চয় ঃ জনগন তাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় ব্যাংকে রাখলে এক সময়ে তার এ আয় বৃহৎ সঞ্চয়ে পরিণত হবে। যা তারা ভবিষ্যতের যে কোন বড় প্রয়োজনে (বিয়ে, সন্তানের লেখাপড়া, ব্যবসায়) ব্যবহার করতে পারবে। v) মধুর ব্যবহার ঃ কর্মীদের গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে মধূর ব্যবহার করতে হবে। ব্যাংকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।	দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য জনগনের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে উত্তরা ব্যাংক জনগণকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। i) লাভ প্রদান: উত্তরা ব্যংক উচ্চহারে সুদ প্রদান করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে মানুষকে উৎসাহিত করতে পারে। ii) শাখা বিস্তার: উত্তরা ব্যাংক তার শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করে জসগনের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে তাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়গুলো দ্বারা ব্যাংকে আমানত সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করতে পারে। এতে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি খাত বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। iii) চাহিবা মাত্র দেয়: গ্রাহক মেয়াদান্তে ও চাহিবা মাত্র তার অর্থ ফেরত এর নিশ্চয়তা পেতে চায়। iv) মধুর ব্যবহার : দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধুর ব্যবহার, পরামর্শ উত্তরা ব্যাংকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় করতে মানুষকে উৎসাহিত করে থাকে। v) বৃহৎ সঞ্চয় : জনগনের জমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় এক সময় বৃহৎ সঞ্চয়ে পরিণত হবে যা ভবিষ্যতের কাজে (বিয়ে, ব্যবসায় বিদেশ ভ্রমন্য) লাগান যায় এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে উত্তরা ব্যাংক।

Dhaka University Institutional Repository

৬। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে ব্যাংক এর কাজের দক্ষতা মূল্যায়ন ঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে ব্যাংক যত অধিক গ্রাহক উৎসাহিত করবে সেই ব্যাংক তত দক্ষ। এর জন্য ব্যাংক এর কাজের মূল্যায়ন দরকার। তাহলে ব্যাংকের তথা সোনালী ব্যাংকের দক্ষতা মূল্যায়ন করা যাবে। i) প্রতিষ্ঠা ।। সোনালী ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক পুরাতন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে গ্রাহক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে অধিক উৎসাহি হয়। ii) তারল্য ।। সোনালী ব্যাংক এর তারল্য নির্ধারিত থাকে যা দ্বারা জনগনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাতে পারে। iii) বিনিয়োগ।। সোনালী ব্যাংক তার ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হতে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি তথা লাভজনক খাতে কত অধিক বিনিয়োগ করে এ সব খাতের সম্প্রসারনে অংশ নেয় তা দ্বারা ব্যাংকের দক্ষতা মূল্যায়িত হয়। iv) শাখা বিস্তার।। শাখার সংখ্যায় সোনালী ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে দক্ষ বলে বিবেচিত হবে। v) কর্মীদের ব্যবহার।। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, যথাযথ সেবা প্রদান, নিরাপত্তা বিধান, গ্রাহকদের সাথে মধুর ব্যবহার দ্বারা সোনালী ব্যাংকের কর্মীগন তাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় কর্মে দক্ষতার পরিচয় দেয়। vi) সুনাম।। সোনালী ব্যাংক এর যে সুনাম রয়েছে তা দ্বারা ব্যাংকটির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।	ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংকের কাজের মূল্যায়ন করতে হলে কতগুলো উপাদান বিবেচনা করতে হয়। এতে ব্যাংক কতটুকু দক্ষ তা পরিমাপ করা যাবে। i) পরিচিতিঃ উত্তরা ব্যাংক তার পরিচিতি দিয়ে কাজের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারে। প্রাচীন হিসাবে ব্যাংকটি অভিজ্ঞ ও বয়স অধিক। তাছাড়া এটি সরকারী বেসরকারী দু'রকম অভিজ্ঞতা, পরিচিতি পেয়েছে। তাই এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে ন্যাশন্যাল ব্যাংক হতে অধিক দক্ষ। ii) শাখার সংখ্যাঃ ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ে এ ব্যাংকের শাখা অধিক ৩৫টি। অধিক শাখার সাহায্যে এ উত্তরা ব্যাংক দক্ষতার সাহায্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ করতে থাকে। iii) তারল্যঃ ব্যাংক তার প্রয়োজন মোতাবেক তারল্য রাখতে সক্ষম হলে দক্ষ হতে পারে। iv) বিনিয়োগঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হতে উত্তরা ব্যাংক যত অধিক অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, লাভজনক শিল্প, বাণিজ্য কৃষি খাতে, ব্যাংকটি ততই দক্ষতার পরিচয় দিবে। v) কর্মীদের ব্যবহারঃ কর্মীদের ব্যক্তিত্ব কর্তব্য নিষ্ঠা, আচরন গ্রাহকদের প্রতি মধুর ব্যবহার, সেবা প্রদান, নিরাপত্তা দান উত্তরা ব্যাংক গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ কর্মে দক্ষতার পরিচয় দেয়। vi) সুনামঃ প্রতিষ্ঠানের সুনাম দ্বারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের দক্ষতার মূল্যায়ন করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৭। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ে কোন প্রকার ব্যাংক সফলতা অর্জন করেঃ

সোনালী ব্যাংক	উত্তরা ব্যাংক লিঃ
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক এর চেয়ে অধিক পরিমানে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাদের শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ করতে পারে। সোনালী ব্যাংক দেশের প্রথম শ্রেনীর প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহের যাবতীয় ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা এই ব্যাংক অর্জন করেছে। সোনালী ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের কর্মীর সংখ্যা ১৯৯৬ সনে ২৬২৪৩। বর্তমান শাখা ১৩১৩টি। অনুমোদিত মূলধন ১০০০ কোটি টাকা। এ ব্যাংক তার শাখার সাহায্যে কর্মীদের দ্বারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহ করে মূলধন গঠন করে থাকে। এ মূলধন থেকে দেশের অর্থনৈতিক খাত সমূহে লাভজনক বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়তা করছে। এ খাতে সোনালী ব্যাংকের প্রকল্প সংখ্যা ২২১১২। আর সফল বাস্তবায়ন দ্বারা এ ব্যাংক সফলতা অর্জন করছে। জনগন চোর, ডাকাতের ভয়ে তাদের অর্থ ঘরে রাখতে পারে না। সোনালী ব্যাংক তার উত্তম গুনাবলী, দক্ষতা আমানত হিসাবে ব্যাংকে জমা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।	ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় সংগ্রহে বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক কতটা সফল তা এটির দক্ষতার পরিমাপ দ্বারা জানা যায়। বিশেষ সুনাম ও পরিচিতি রয়েছে ব্যাংকটির। উত্তরা ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের যত প্রসার ঘটবে ব্যাংকটি তত অধিক সফলতা অর্জন করবে। যত অধিক সংখ্যক গ্রাহক উত্তরা ব্যাংকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় করবে ব্যাংক ততই তার কর্মে সফল হবে। আমাদের দেশের জনগনের সীমিত অর্থ। তাই সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জনগণের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়ের আধিক্যই দেখা যায়। উত্তরা ব্যাংক তার দক্ষ ব্যবস্থাপনা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও কলা কৌশল দ্বারা লাভ জনক অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয় হতে অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হতে পারে। এতে বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক সফল ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য ১৯৯৭ সনে উত্তরা ব্যাংকে সঞ্চয় ২০.৪৪ কোটি।

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফল ও সুপারিশ মালা

৩.২ প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়বস্তু হচেছ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কর্মকান্ড একটি সমীক্ষা।

এ পর্য্যায়ে গবেষণা কর্মের ফলাফল ও সুপারিশমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষনাটি সম্পন্ন করতে আমাকে বহু তথ্য, উপাও, পরিসংখ্যানিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ গবেষণায় রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের তালিকা দেখান হয়েছে। ব্যাংকিং কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সারণী প্রদান করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রয়োজনে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক। ফলে বহু ব্যক্তি ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। তাদের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচনা করতে হয়েছে। ফলশ্রুতি স্বরূপ তাদের মতামত এবং তাদের দেয়া মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ এই গবেষণায় এবং এর ফলাফল ও সুপারিশমালায় আমার সাথে আরও অনেকের অভিমত সংযুক্ত হয়েছে। যে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা সমূহ আমরা পেয়েছি তা চুড়ান্তভাবে মূল্যায়নের সংগৃহীত হয়েছে এবং সে সব সন্তোষজনক হয়েছে। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এই সমীক্ষা তৈরী করতে যে সব প্রয়োজনীয় বিষয়, প্রতিবেদন, তথ্য, ব্যখ্যা ও সারণী প্রদান করা হয়েছে সে সব আমরা সন্তোষজনকভাবে পেয়েছি। এগুলি ব্যাংকিং কোম্পানীজ এ্যক্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত হিসাব মোতাবেক প্রনীত হয়েছে। সোনালী ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত নথি ও হিসাব এখানে সংযোজিত হয়েছে। এ গবেষণায় প্রদত্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক সমূহের যাবতীয় তথ্য ও বিষয়াবলী প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে।

ফলাফল

৩.২.১ প্রথমতঃ গবেষণা কর্মের ফলাফল সম্পর্কে ধারনা দেয়া হল। এই গবেষণা লব্ধ ফলাফল থেকে বাংলাদেশের ব্যাংক প্রশাসন তথা রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকিং কর্মকান্ডের পরিচয় পাওয়া যায়।

চলমান অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যএক্রম বাস্তবয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টার পাশাপাশি সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ১৯৯৬১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। আর্থিক খাতে বিরাজমান সমস্যার সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থ ব্যবস্থাপনায় অধিক দক্ষতা আনার জন্য ১৯৯১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৬ মেয়াদকালে বাস্তবায়িত আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আলোকে ব্যাংকিং খাতকে কার্যকরভাবে দক্ষ ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালের ১লা মে থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক পুনর্গঠন প্রকল্প নামে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কার কার্যএক্রম শুরু করা হয়। এতে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকিং খাতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাংক সমূহের আর্থিক ভিত সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয় হল ঃ (১) রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহকে অধিকতর দক্ষ করার প্রচেষ্টা জোরদার করণ (২) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা আরো উন্নতকরণ (৩) বেসরকারী ব্যাংক সমূহের মূলধন ভিত পুর্নগঠন (৪) ঋণ আদায় ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং (৫) ব্যাংক কর্মকর্তাগনের প্রশিক্ষণ। এ সকল বিষয়ে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কিছু কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্যান্যগুলি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে যা ভবিষ্যতে ২০০০ সালের পরও অব্যাহত থাকবে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর হতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে এক গতিশীল নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৯১-৯৫ অর্থ বছরে মোট দেশজ উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ববর্তী বছরে শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রবৃদ্ধি ৪.৪% এ দাঁড়ায়। বিগত চার বছরে (১৯৯৬-২০০০) সমগ্র আর্থ সামাজিক ব্যবস্থ্যপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ১৯৯৯/২০০০ অর্থ বছরে ৫.৫% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুনিয়ন্ত্রনের ফলে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমাদের এ গবেষণায় রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কার্যক্রমের ফলাফল নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ গবেষনায় উদ্দেশ্যাবলীর প্রশ্নগুলো নিয়ে ব্যাংকার ও গ্রাহকদের মতামত যাচাই করা হয়েছে। শতকরা ৫০ জন রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মানকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের ভূমিকায় মতামত দিয়েছেন ৬০% এবং বাকী ৪০% দিয়েছেন উত্তরা ব্যাংক এর পক্ষে। তবে এ ক্ষেত্রে শিল্প ব্যাংক এর কার্যকেই তারা তুলনামূলক অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য জরিপ করে দেখা গেছে সোনালী ব্যাংকের পক্ষে ৪০% এবং উত্তরা ব্যাংকের পক্ষে ৬০% মতামত পাওয়া গেছে। তবে কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংকই অধিক ভূমিকা রাখে বলে তারা মতামত প্রকাশ করেছেন। উক্ত জরীপে দেখা যায় শতকরা ৫০ জন রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয় ব্যাংকে ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়কে অবদান রাখার জন্য সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে উক্ত মতামত গ্রহন করা হয়।

এ সমীক্ষায় ১৯৭২ সন থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত নমুনা ব্যাংক এর লাভ এর সারণী তৈরী করা হয়েছে। লাভের অগ্রগতির গ্রাফিক চিত্রও দেয়া হয়েছে। বাৎসরিক হিসাবে সোনালী ব্যাংক এর সর্বনিম্ন লাভ ০.২৪ এবং সর্বোচ্ছ লাভ ৭১.৫৭। অপরদিকে উত্তরা ব্যাংক এর সর্বনিম্ন লাভ ০.১৫ এবং সর্বোচ্চ লাভ ১৫.০০ এ গবেষণার ফলাফল থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক এর হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৯৮-৯৯ সালে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের আমানত শতকরা ৫৭.৫৪। বেসরকারী ব্যাংক সমূহের আমানত ২৯.০১। বিশেষায়িত ব্যাংক সমূহের আমানত শতকরা ৫.৯৩। আমাদের এ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় ১৯৭২-৯৭ এর বাৎসরিক হিসাবে নমুনা ব্যাংক সোনালী ব্যাংক এর সর্বোচ্চ আমানত ৮৩৪.৭৭ এবং সর্বনিম্ন ২৯২.০২ (কোটি টাকায়)। গবেষণার

Dhaka University Institutional Repository

সময়কালে অগ্রীম এর সারণী থেকে পওয়া যায় উত্তরা ব্যাংক এর অগ্রীম সবোর্চ্চ ৫৩৪.২৫ এবং সর্বনিম্ন ২১৮.৬০ (কোটি টাকায়)।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায় উত্তরা ব্যাংক এর সর্বাধিক বিনিয়োগ ১১৪.৩৫ এবং সর্বনিম্ন বিনিয়োগ ৪২.৯৪। এ ব্যাংক এর সর্বোচ্চ দেয় মূলধন ১০.৫৩ এবং সর্বনিম্ন দেয় মূলধন ০.০১৩।

ব্যাংক জরিপ করে দেখা যায় ১৯৭২-৯৭ সময়কালের বাৎসরিক হিসাবে উত্তরা ব্যাংকের সর্বোচ্চ সঞ্চয় তহবিল ৮.৬৪ এবং সর্বনিম্ন ১.৩৯। বাংলাদেশ ব্যাংক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ব্যাংক সমূহের সঞ্চয় ০.১৬৪ এ দাঁড়ায়।

উক্ত সময়ে সোনালী ব্যাংকের সর্বোচ্চ কর্মচারী সংখ্যা ২৬২৪৩ জন। এর সর্বনিম্ন কর্মচারী ৪৭০৮ জন।

আমাদের এ গবেষণায় ব্যাংকের শাখা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ সনের ৪০শে জুন পর্যন্ত দেশে শাখার সংখ্যা মোট ৫৯৫২ থেকে ৩১টি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৮৩ টিতে দাঁড়ায়। এ সময়কালে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের শাখা ৩৬১৬টি। বেসরকারী ব্যাংক সমূহের শাখা ১১৬০টি । বিশেষায়িত ব্যাংকে ১১৭৫টি শাখা এবং বিদেশী ব্যাংকে ৩২টি শাখা বিদ্যমান। অধিক সংখ্যক শাখা ব্যাংকের সাফল্যের প্রমান বহন করে। যে ব্যাংকের শাখা বেশী সে ব্যাংক অধিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ। তাই এ সমস্ত ব্যাংকে গ্রাহক অধিক আকৃষ্ট হয়ে হিসাব খোলে। তাই রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকগুলো প্রতিবছরই তাদের শাখা সম্প্রসারনে সচেষ্ট থাকে। আমাদের এ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় নমুনা ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের সর্বাধিক শাখা ১৩১৩ এবং সর্মনিম্ন শাখা ২৭৪। অপর নমুনা ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক এর সর্বাধিক শাখা ২০১ এবং সর্বনিম্ন শাখা ১৮২।

গবেষনার ফলাফলে নমুনা ব্যাংকগুলোর প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত সমূহের স্থিতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। যে সমস্প প্রকল্প কর্মসূচী উন্নয়নের জন্য ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ কৃষি, শিল্প, পাট ব্যবসা, ঋণ কর্মসূচী ইত্যাদি। ১৯৯৭ সনের প্রদত্ত সারণীতে দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক এর কৃষি প্রকল্পে ঋণ বরাদ্দ করা হয় ১২৮১.০৬ কোটি টাকা। মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পে মেয়াদী ঋণ ৬৪৯.৫৩। পাট ব্যবসায় স্থিতি ৭৩.৫৪। অন্যান্য রপ্তানী ৪৬৮.৮৮। বাণিজ্যিক ঋণ ১১৪৩.৮০ বরাদ্দ হয়। গৃহ নির্মান ঋণ ২৪৩.১৬ এবং অন্যান্য ঋণের স্থিতি ১১৩৮.০৬। মোট ঋণের স্থিতি ৭৬১১.৬২ (কোটি টাকায়)।

উপসংহারে বলা যায়, দেশে সুষ্ঠু ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন নতুন রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্চে এবং পুরাতন ব্যাংকের শাখা বর্ধিত করা হচ্ছে। অধিক হারে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টিতেই ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। তাই কৃষি, শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলধনের অভাব দূর করে

Dhaka University Institutional Repository

লাভজনক বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বৃহত্তম ব্যাংক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংক এবং বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশ স্বাধীন হবার পর সকল ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করা হয়। পরবর্তীতে আবার কোনটিকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করনের পূর্বের এবং পরের ব্যাংকিং কর্মকান্ডের তুলনা আমাদের এ আলোচনায় এসেছে। দেখা গেছে কখনও কখনও ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং কর্মকান্ডে পার্থক্য প্রদর্শন করেছে আবার কখনও কখনও সমান যোগ্যতা দেখিয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক সমূহকে তাদের ব্যাংকিং কর্মকান্ডে আরও অধিক দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রদর্শনের প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সামগ্রীকভাবে ব্যাংকের এই অর্জিত সাফল্য ও দক্ষতার ফলাফল কর্মচারী/কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক সহ রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সর্বাত্বক সহযোগিতা ও সঠিক নির্দেশনার ফলে ব্যাংক সমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমাদের ব্যবস্থাপনা নীতির সুষ্ঠ প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.২ সুপারিশমালাঃ-

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রায়ত্ব এবং বেসরকারী ব্যাংক সমূহ যে সব ক্ষেত্রের মাধ্যমেব্যাংকিং কর্মকান্ডে অংশ নেয় তাদের চিহ্নিত করা আবশ্যক। এ সব ক্ষেত্রগুলো যেন অর্থনৈতিক সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক হারে অংশ গ্রহন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবলম্বন করতে হবে। এ সব পদক্ষেপ গৃহীত হলে দেশের দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো গঠন দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জ্জর মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অগ্রগতি হবে। গবেষণার সমাপ্তি পর্যায়ে এসব কর্ম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা উল্লেখ করা হলঃ

১। **শাখা সম্প্রসারণঃ** স্থান, কাল, প্রয়োজন নির্বিশেষে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক গুলোর শাখা বিস্তার করা আবশ্যক। শাখা সমূহের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হবে। ব্যাংকের শাখার সংখ্যা অধিক হলে গ্রাহক সেবা নিতে অধিক আগ্রহী হয়। শাখা সমূহের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ব্যাংক সমূহের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। শাখা যত বৃদ্ধি করা হবে ব্যাংক সমূহের মুনাফা তুলনামূলকভাবে তত বৃদ্ধি পাবে। যেমন শাখা বৃদ্ধির সাথে সোনালী ব্যাংকের লাভ সর্বনিম্ন ১৯৭২ সন থেকে সর্বোচ্চ ১৯৯৫ সনে (১০৩৬টি শাখা বৃদ্ধি পায়) বৃদ্ধি ঘটে ৭১.৩৩ আর উত্তরা ব্যাংকের লাভ সর্বনিম্ন ১৯৯১ সন থেকে সর্বোচ্চ ১৯৯৭ সনে বৃদ্ধি ঘটেছে ১৪.৮৫। উত্তরা ব্যাংকে শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে (১৯৯৩-১৯৯৭) ১২৭টি। তাই সকল ব্যাংকের শাখা বর্ধিত করনের জন্য সুপারিশ করা গেল। এতে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং অধিক সংখ্যক গ্রাহক সেবা গ্রহনের সুযোগ পাবে। সেই সাথে ব্যাংক গুলোর বৈদেশিক শাখা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হল।

২। **জনশক্তি নির্বাচনঃ** শাখা সম্প্রসারিত হলে স্বাভাবিকভাবে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এসব জনশক্তিকে সঠিকভাবে বাছাই করে নির্বাচন করতে হবে। কেননা এরাই গ্রাহকদের সেবা প্রদান করছে। এদের পরিচালনা ব্যবস্থাপনা দ্বারাই ব্যাংকিং কর্মকান্ড এগিয়ে চলেছে। ব্যাংকারকে হতে হবে শিক্ষিত, মার্জিত, অভিজ্ঞ। যে কাজের জন্য যে ব্যক্তি উপযুক্ত তাকে সেই পদে নিয়োগ দান করতে হবে। অন্যথায় গুটি কয়েক কর্মীর অযোগ্যতা সমগ্র ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে চাকুরিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগনের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। দরখাস্ত প্রাপ্তির পর নির্বাচনমূলক পরীক্ষা গ্রহন করা হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক সমূহে কর্মী নির্বাচন কালে তাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, ব্যাংকিং জ্ঞান, যোগ্যতা কর্মনৈপুন্য ও দক্ষতা, কর্মে উৎসাহ উদ্দীপনা এসব যাচাই করে কর্মে নিয়োগ দান করা হয়। তাই কর্মী নির্বাচনে এসব বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী বিবেচনা করার সুপারিশ প্রদান করা হল। কেননা এসব দক্ষ কর্মশক্তি দেশের অর্থনীতিকে ব্যাংকিং সেবা

Dhaka University Institutional Repository

দানের মাধ্যমে উন্নতির দিকে ক্রমবর্ধমানভাবে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে। বর্তমানে সোনালী ব্যাংকে কর্মী ২৬২৪৩ জন এবং উত্তরা ব্যাংকে কর্মী ৪০০০জন।

৩। প্রশিক্ষণঃ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। এজন্যে ষ্টাফ কলেজ, ঢাকা এবং তার আওতাধীন চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীস্থ ৩টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও বগুড়ায় অবস্থিত একটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রতি বছর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রগুলি যে সব কোর্সে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সেগুলি হচ্ছে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, শাখা ব্যবস্থাপনা, ক্যাশ ব্যবস্থাপনা, তহবিল ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা, অভিযোগনামা প্রণয়ন ও তদন্ত পরিচালনা, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট, এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট, এফ. এস.আর পি, পি-নন ক্রেডিট, শিল্প প্রকল্পে অর্থায়ন, রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন, বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী, পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ, শুল্ক ও কর প্রত্যার্পন, এস. আই. এস ও পি. পি. এস এবং রুগ্নশিল্প ও পুনর্বাসন। বর্তমানে ব্যাংক ষ্টাফ কলেজ, ঢাকা ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগ এর ছাত্র এবং পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এর কর্মকর্তাদের ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করে থাকে। প্রশিক্ষণ প্রদানের ফল হিসেবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, পদোন্নয়ন ঘটে, বৈদেশিক শাখায় যোগদান করতে সক্ষম হয়। একজন ব্যাংকার যে বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হয় সে সেই পদে যোগ দিয়ে অধিক উন্নত কার্য সম্পাদনের স্বাক্ষর রাখতে পারে। ১৯৯৬ সালে সোলালী ব্যাংক মোট ১৫০টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন পদমর্যাদার ১৫৯০জন কর্মকর্তা ও ১২২২জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সোনালী ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন এর ফলাফল থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। উত্তরা ব্যাংক ১৯৯৭ সনে নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৭টি কর্মসূচী, BIBM এবং অন্যান্য কেন্দ্র থেকে মোট ৩৩১জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৃতিত্বের সাথে ভূমিকা রাখার জন্য দক্ষ ব্যাংকিং জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী সকল ব্যাংকারদের এসব প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষা কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করা গেল।

৪। কম্পিউটারঃ বিশ্ববাজার অর্থনৈতিক ও দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে চলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক বর্তমানে কম্পিউটারায়িত ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রবেশ করেছে। যেহেতু কম্পিউটারায়িত পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ গতানুগতিক পদ্ধতির চেয়ে শ্রেয় তাই বিদেশে কর্মরত/উপার্জনরত বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্বল্প সময়ে দেশে প্ররনের লক্ষ্যে কম্পিউটারের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী ব্যাংক যে সমস্ত কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে তা হল (i)

Dhaka University Institutional Repository

সোনালী ব্যাংক এর আন্তঃ শাখা লেনদেনের সমন্বয় সাধন, (ii) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন তৈরী (ii) বিদেশে কর্মরত ব্যাংকারদের অর্থ প্রেরণ ইত্যাদি। বর্তমানে ৩১টি শাখায় কম্পিউটার বিভাগ আছে। প্রতি বছর ২৫টি শাখা কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

বেসরকারী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক যে সমস্ত কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করে তা হল (i) শেয়ার লেজার (ii) আন্তর্জাতিক বিভাগের ভসট্রো (VOSTRO) হিসাব সংরক্ষণ (iii) চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব ও মেয়াদী আমানত সংরক্ষণ ইত্যাদি। এই নমুনা ব্যাংকগুলো মিনি কম্পিউটার, রিকস সিস্টেম, মাইকো কম্পিউটার, পারসনাল কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। ১৯টি শাখায় কম্পিউটার প্রযুক্তি সেবা প্রদান করছে। আগামীতে শাখা সমূহে প্রয়োজন মত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কম্পিউটার সংযোজিত হবে।

দেশের অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নকে বাস্তবায়ন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম সমূহ কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী সকল ব্যাংকগুলিতে অধিক হারে কম্পিউটার স্থাপন করার পরামর্শ প্রদান করা হল। ব্যাংকের কম্পিউটার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ একান্ত অপরিহার্য বিধায় ভবিষ্যতে সকল পর্য্যায়ের কর্মকর্তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হল।

৫। গ্রন্থাগার সুবিধাঃ রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের গ্রন্থাগারগুলিকে আরও আধুনিক হিসাবে গড়ে তোলা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ভবনে অবস্থিত ব্যাংকের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এ গবেষণার অন্তর্ভূক্ত নমুনা ব্যাংক এর এরূপ গ্রন্থাগার রয়েছে। ব্যাংকিং বৈদেশিক বিনিময়, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্পে অর্থায়ন, অর্থনীতি এবং আরও অনেক বিষয়ে সর্বশেষ প্রকাশিত পুস্তক সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করার সুপারিশ রাখা হল। ফারইষ্টার্ন, ইকোনমিক রিভিউ, ব্যবস্থাপনা রিভিউ, টাইমস, এশিয়া উইক, নিউজ উইক, রিভার্স ডাইজেস্ট এবং আরও অনেক আর্ন্তজাতিক জার্নাল গ্রন্থাগার সমূহে ভবিষ্যৎ সময়ের জন্যও নিয়মিত সংগ্রহের সুপারিশ করা হল। কেননা ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ব্যাংকের গ্রাহকসহ ব্যাংক কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞান অর্জন ও কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধিতে উক্ত গ্রন্থাগার সমূহ মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সোনালী ব্যাংক গ্রন্থাগার বাবদ এ বৎসর ব্যয় করে ৪৬৯৬৯৩৩ টাকা। উত্তরা ব্যাংক ১৯৯৭ সনে ব্যয় করে ৮,৮৯,৬০৮ টাকা।

৬। সভাঃ ব্যাংকের সকল সভা পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। যেমনঃ পরিচালনা পরিষদের সভা, কার্য নির্বাহী কমিটির সভা, রিভিউ, আপীল এন্ড ডিসিপ্লিনারী কেসেস কমিটি সভা, ব্যাংক এমপ্লয়ীজি প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রশাসক মন্ডলীর সভা এমপ্লয়ীজ পেনশন ফান্ড প্রশাসক মন্ডলীর সভা সমূহ যথারীতি

Dhaka University Institutional Repository

যথা সময়ে কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পন্ন করতে সুপারিশ করা হল। কেননা এসব সভা অনুষ্ঠানে ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সার্বিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। ফলাফল স্বরূপ রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের এসব গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এবং পরিসংখ্যানিক তথ্য দেশের অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য সোনালী ব্যাংকে ৬৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরা ব্যাংকে ৫৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৭। প্রকল্প নির্বাচনঃ ব্যাংকিং কর্মকান্ডে অর্থনৈতিক খাত সমূহকে গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। এ সব প্রকল্প সঠিকভাবে নির্বাচন করে তাতে অধিক হারে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। রুগ্ন প্রকল্প গুলি সচল করা এবং নুতন নুতন প্রকল্প নির্বাচন করে তাতে লাভজনকভাবে অর্থ-বিনিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করা হল। রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক সমূহে যে সব অর্থনৈতিক খাত নির্বাচন করে ঋণ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে, কৃষি প্রকল্প, পাট শিল্প, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প প্রকল্প, গৃহ নির্মান কর্মসূচী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ঋণ প্রকল্প এসব অন্যতম। দেশের অর্থনীতি ও রপ্তানী বাণিজ্যে এই প্রকল্প সমূহ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এসব প্রকল্প সমূহের অবদান গুরুত্বপূর্ন। বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। উক্ত বছরে মোট খাদ্যশষ্য উৎপাদন শতকরা ৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২১৯.০৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। ১৯৯৮-৯৯ সালে শিল্প ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির ফলে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের ৯.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদনের ভিত্তি প্রসারিত করা, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে অগ্রনী ভূমিকা পালনের জন্য পুঁজি খাতকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা আলোচ্য বছরে অব্যাহত রয়েছে। সরকারী মালিকানাধীন শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির জন্য বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের প্রচেষ্টা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালে বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মোট ১৪৯১৯.৬৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। ১৯৯৯ সনের ৩১শে মার্চ রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহে গৃহায়ন খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতি ১৫৪৩.৯৫ কোটি টাকা। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৩০৪.০ মিলিয়ন ডলার যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। কাঁচাপাট রপ্তানি থেকে আয় ৭২.০ মিলিয়ন ডলার। উক্ত বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তার মোট পরিমান ২৬৪৮.০ মিলিয়ন ডলার। এ সকল অর্থনৈতিক খাত সমূহ দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করছে। গ্রাম ও শহর এলাকায় সঠিক প্রকল্প সৃষ্টি করে ব্যাপক হারে বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহন করে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংক সমূহকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য সুপারিশ রাখা হল সরকারের নিকট যা ২০০১ সালের পরও কার্যকর থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। কার্যাবলীর রূপ রেখাঃ রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কার্যাবলীর সঠিক রূপরেখা নির্ণয় করা আবশ্যক। একটি দেশের অর্থনীতি নানা দিকে বিস্তৃত। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকের দিকগুলি চিহ্নিত করে নেয়ার সুপারিশ রাখা হচ্ছে। ব্যাংক যে সব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পন্ন করে তন্মধ্যে সঞ্চয় সংগ্রহ, লাভজনক বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, কৃষি সম্প্রসারন, শিল্প (ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ কুটির শিল্প) সম্প্রসারন, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ইত্যাদি অন্যতম। এ সকল কর্মের সঠিক ও সফল বাস্তবায়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান স্বরূপ। এতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। গ্রাহকও ব্যাংকের সম্পর্ক ছিন্ন না হয়ে বরং সমৃদ্ধ হবে ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংকের উদ্দেশ্যোবলীর সার্থক বাস্তবায়ন ঘটবে। তাই ব্যাংকারদেরকে ব্যাংক এর কর্ম সমূহের ধরন সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে কর্মকান্ডের সঠিক ধারা সম্পর্কে ধারনা প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হল।

৯। কৃষি/পল্লী ঋণঃ দেশের অর্থনীতি ও রপ্তানী বাণিজ্যে কৃষি পণ্য একটি গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করে আছে। গ্রামীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বরাদ্দ করা হয় ২৯৫৭.০০ কোটি টাকা। ১৯৯৬ সালে শুধু সোনালী ব্যাংকে পল্লী ঋণ ছিল ২২৬১.১৩ কোটি টাকা। কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপুল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষি বহির্ভূত কর্মকান্ডে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী ঋণ উভয়বিধ খাতে ছিল মোট ৩০৪২.৩৪ কোটি টাকা। এই লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকগুলি বিভিন্ন প্রকার পল্লী ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। পাট খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ব্যাংক সমূহ পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে পাট শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ ও পাট ব্যবসায়ে বাণিজ্যিক ঋণদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। যেমনঃ নমুনা ব্যাংক সোনালী ব্যাংক এ ১৯৯৬ সনে এ ঋণের পরিমান ৯৫৮.৯৭ কোটি টাকা।

অগ্রাধিকার খাত পাট শিল্প সহ সমগ্র কৃষি শিল্পের অগ্রগতির জন্য পল্লী ঋণ কার্যক্রম যেমনঃ কৃষি খাত ও পল্লী এলাকায় উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান, খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণতা অর্জন এবং ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়ন ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সুপারিশ রাখা হচ্ছে যা দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক রিপোর্ট থেকে এ সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যা ২০০১ সালের পরও অব্যাহত থাকবে।

১০। শিল্প খাতে অর্থায়নঃ দেশে দ্রুত শিল্পায়নের নিমিত্তে সরকারী নীতি ও উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও বেসরকারী ব্যাংক হতে দেশব্যাপী শিল্প ঋণ প্রদানের জন্য মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়। নতুন

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প স্থাপন (কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারী) এবং রুগ্ন শিল্প পুনর্বাসনের জন্য অর্থায়ন করা হয়। গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় ব্যাপক হারে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প খাতে বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীর অধীনে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া নেরোড গ্রান্ট ও বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে ব্যাংক ও অন্যান্য আথিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প খাতে মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয় ১৩৩০.১০ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে চলতি ঋণ অবমুক্তির পরিমান ৭৯০৫.৪৯ কোটি টাকা। ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুন শিল্পখাতে মেয়াদী ঋণের স্থিতি ২৫৪৪৪.৭৬ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ৬.৫২ কোটি টাকা। বেসরকারী খাতে নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য ১৩টি ব্যাংক ৫৪৫টি প্রকল্পের অনুকুলে মেয়াদী ঋণ হিসাবে বিতরণের জন্য ১৪১.০০ কোটি টাকা উত্তোলন করে। ব্যাংক সমূহ ৩০শে জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত ১৯৭.০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিশোধ করে। ৫টি ব্যাংকের নিকট ৪৪.০০ কোটি টাকা বকেয়া আছে যা জুন ১৯৯৯ এর পর আদায়যোগ্য হবে। তাছাড়া নোরাড গ্রান্ট ও বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ঋণ প্রদান অব্যাহত আছে। ২০০১ সালেও এ কর্মসূচী কার্যকর। বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক রিপোর্ট থেকে সকল তথ্য পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে নমুনা ব্যাংক সোনালী ব্যাংকে নতুন শিল্প (ক্ষুদ্র, কুটির মাঝারী) স্থাপনে ৬০.৬৬ কোটি টাকা এবং ৩১টি রুগ্ন শিল্প পুনর্বাসনের জন্য ৩.৮২ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীর অধীন ১৯টি শিল্প ইউনিটে ০.৪২ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। দেশ ব্যাপী শিল্প বস্তুর জন্য নির্ধারিত ৯৬টি শাখার মাধ্যমে ৬৪.৪৮ কোটি টাকা মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। উত্তরা ব্যাংকে মেয়াদী শিল্প ঋণ ২৩.৬৯ কোটি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঋণ ৪.৮৮ কোটি টাকা। উত্তরা ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। ব্যাংকে অর্থায়নের সকল কর্মসূচী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রন করা হয় যা ২০০১ সালের পরও কার্যকর থাকবে। অতএব শিল্প খাতে অধীক হারে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রেখে দেশকে শিল্পমুখী করার লক্ষ্যে যথাযথভাবে অর্থায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা হল। শিল্প খাতে অর্থ সাহায্য ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে দেশকে শিল্পে আরও অধীক সমৃদ্ধ করে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলবে।

১১। বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসাঃদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন এবং বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা সম্পাদনে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক সর্বদাই অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে। ওয়েজ আনার্স শাখা সমেত অনুমোদিত শাখা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ফরেন করেস্পন্ডেন্ট ও এজেন্টের মাধ্যমে ব্যাংক এর সব ধরনের বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় ১৯৯৬৯৭ সনে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ওরেজ আনার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের ৮৩৯.৪৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩৭.৯৬ কোটি টাকা অর্থায়ন ঘটেছে। আবার ১৯৯৯ সনের ৩০শে জুন পূর্ববর্তী বছরের ৮৩৯.৪৮ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৮১৬.৮৮ কোটি টাকা অর্থায়ন ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। এই আমদানী রপ্তানী ব্যবসা যেন লাভজনক হয় তার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার সুপারিশ করা হল।

১২। অন্যান্য কার্যাবলীঃ ঋণ প্রদান, আমানত সৃষ্টি, তহবিল গঠন, মূলধন, লাভ, অগ্রীম, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, তারল্য, জামানত, প্রত্যয়ন পত্র বা L/C, প্রতিনিধি নিয়োগ, পুঁজি সংস্থান, গ্রাহক সেবা ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যাবলী সঠিকভাবে পরিচালনের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সব সময়ই কর্মে তৎপর থাকতে সুপারিশ করা গেল। এতে প্রতিটি ব্যাংক এর মধ্যে সমন্বয় ঘটবে এবং দেশের সার্বিক ব্যাংক প্রশাসন উন্নত হবে। ব্যাংক প্রতিবেদনে প্রকাশ সোনালী ব্যাংকে এসব কার্যাবলীর স্থিতি ৩,৭৮,৪,৯৪৯,৫৫৪ টাকা এবং উত্তরা ব্যাংকে স্থিতি ১৬২৪,৯১,১৬,৫৪২ টাকা।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যেন নিষ্ঠা ও সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা প্রদান করতে পারে সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে উপরোক্ত সুপারিশ মালা পেশ করা হল। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাদের প্রদর্শিত কর্ম প্রচেষ্টা ও কর্ম নিষ্ঠার জন্য যথাযথ ভাতা, বোনাস এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা আবশ্যক। ব্যাংকারদের চাকুরীতে পদমর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মে প্রেষণা দানের জন্য চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক সকল ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা গেল।

উল্লেখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা হলে ব্যাংকিং কর্মকান্ড সামগ্রীকভাবে উন্নত হবে এবং দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কর্মকান্ড দেশের অর্থনীতির জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক এবং সরকারের অধিক পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই কর্মকান্ড আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.পরিশিষ্ট

সোনালী ব্যাংক

৪.১ বৎসর লাভ, আমানত, অগ্রীম, কর্মচারী, শাখার উপর একটি সমীক্ষা (১৯৭২-১৯৯৬) (কোটি টাকা)

বৎসর Year	লাভ (Profit)	আমানত (Deposit)	অগ্রীম (Advavce)	কর্মী (Employee)	শাখা (Brance)
১৯৭২	০.২৪	১৭৩.১৩	৮৫.৩৭	৪৭০৮	২৭৪
১৯৭৩	০.৩৮	২১০.২৬	১২৮.৯৩	৫৪৬০	৩০৬
১৯৭৪	৩.১২	২২৩.৯২	১৬৭.৭০	৬২৯৪	৩৫৯
১৯৭৫	৮.০৯	৩৩২.৯৩	২১৫.০৫	৬৯৮৯	৪০০
১৯৭৬	৯.১২	৩৮৪.৪১	২৪১.৮৯	৮৫৫৬	৪৫০
১৯৭৭	৯.৭৮	৪৬৬.১৫	৩৬২.৪৮	১০১৩৫	৬০০
১৯৭৮	৬.৩৯	৫৯৯.৫০	৪৮৩.৩০	১১৭৪৪	৭০৯
১৯৭৯	৯.৬২	৮৩৮.৭৯	৬৭৫.৫৯	১৩৪৮১	৮৪১
১৯৮০	১৭.৭২	১০৯৭.৯৭	৯৬২.৬৩	১৮১৮৩	১০১১
১৯৮১	২৩.১৭	১১৯২.৬৮	১১৮৫.৫৫	১৭৮৮৭	১০৩১
১৯৮২	৪৮.১০	১৫৯৬.০৯	১৬৮৩.০৯	১৭৭০৭	১০৫৫
১৯৮৩	৫০.৪৫	২০৪৯.৬৮	১৭০১.০৬	২১৩৩৭	১২১৪
১৯৮৪	৫৫.২৩	২৭০৩.১২	২২১২.২৮	২৪৪২০	১২৩৩
১৯৮৫	৪৯.৯১	৩৪৫৭.৬০	২৭৫৪.১২	২৫২৭১	১২৪৫
১৯৮৬	৪৫.৯৪	৩৮৩৫.৩২	২৯১২.১৫	২৫৭৮৫	১২৫৪
১৯৮৭	১৬.৪৩	৩৯৬২.৯২	২৯৮০.৭৬	২৫৫৮৯	১২৬২
১৯৮৮	১৫.৯৬	৪৫৭৯.৫৪	৩৫২৭.৭০	২৫৮৪৪	১২৭৬
১৯৮৯	৫.২৪	৫২১৭.৮৯	৪২৩৩.২০	২৫৭০২	১২৮৫
১৯৯০	৫.১৪	৫৭৩৯.১৮	৫৭৩৯.৫৮	২৫২৫৮	১২৯১
১৯৯১	১.৬৯	৬৮৭৬.৫৮	৬৮৭৬.৫৮	২৫১২২	১২৯৬
১৯৯২	৪৪.৪৪	৭৯২৪.৬৩	৭৯২৪.৬৩	২৪৭৬২	১৩০০
১৯৯৩	১.৯৬	৮৪৬৮.৪৬	৫৩৬৩.০৫	২৫৬৩৬	১৩০৩
১৯৯৪	৬১.২৮	১০১৪১.০৮	৫৩৮৯.২৯	২৫৬৭৭	১৩০৭
১৯৯৫	৭১.৫৭	১১০৮৩.২৫	৬৫৮২.৯৯	২৬২১৮	১৩১০
১৯৯৬	২৪.৮০	১২৩৮৩.৪৫	৭৬১১.৬২	২৬২৪৩	১৩১৩

সূত্র: কার্যক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ -
আর্থিক এবং ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, সোনালী ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

৪.২ বৎসর, লাভ, অগ্রিম, বিনিয়োগ, আমানত, দেয় মূলধন সঞ্চয় তহবিল এবং বাংলাদেশে শাখার উপর একটি সমীক্ষা (১৯৭৩-১৯৯৭সন)

(বাস্তব মূল্য কোটি টাকায়)

বৎসর (Year)	লাভ (Profit)	অগ্রীম Advance	বিনিয়োগ (Investment)	আমানত (Diposit)	দেয় মূলধন (Paid capital)	সঞ্চয় তহবিল (Reserve fund)	বাংলাদেশ শাখা (Brach of BD)
১৯৭৩	১০.১৬	৩৪১.২১	৫৮.২৬	৩৮৫.৬৩	১০.৫৩	৪.০৫	৭১
১৯৭৪	৮.০৪	৩৪৩.৩০	৬২.৩৩	৩১৯.৫৬	৭.৪১	৪.৬৩	৮৪
১৯৭৫	৯.৪০	২১৮.৬০	৪২.৯৪	২১২.০২	৪.২৬	৪.৩২	৮৫
১৯৭৬	৮.৮৩	২৬৪.২৮	৬৩.৯৪	২৬৬.৬৯	৫.৫৬	৬.৫০	৯২
১৯৭৭	৮.৫০	৩০৩.৩৫	৭৪.৭৪	২৯৯.৭১	৫.৮৮	৭.০৯	১১৪
১৯৭৮	৫.১৬	২৮১.৮৯	৬৩.৮০	২৬১.৯৬	৪.৪৪	৫.৫৬	১৬১
১৯৭৯	৪.১০	২৫৭.৯৪	৬০.৫৫	২৯০.৩৩	৩.৯২	৫.০৮	১৭১
১৯৮০	৫.৩০	৩২০.৯৫	৫৯.৮৮	৩০২.৭৫	৩.৫১	৪.৮২	২০০
১৯৮১	৬.৭০	৩৫৩.৭৩	৬১.১৬	২৯৯.৫৯	৩.১৭	৪.৫৭	২০১
১৯৮২	৮.৬৯	৩১৫.৩৯	৫৮.২১	২৮২.৯৯	২.৮২	৪.২৩	১৮২
১৯৮৩	৬.৭৫	২৪৪.৪০	৭৬.২১	৩০৮.০৪	০.০১৩	১.৬১	১৮২
১৯৮৪	৩.৬৯	২৪০.৬৯	৭৩.৭৬	৩৩১.৯৪	১০.৪৪	১.৩৯	১৮২
১৯৮৫	৪.৫৬	২৬০.৪৯	৬৮.২৬	৩৬৫.২৬	৯.১৯	১.৮৫	১৮২
১৯৮৬	১.৮৮	২৯৮.৮৬	৬৪.৮৫	৪২৩.৯৫	৮.৪০	২.৩৭	১৮৩
১৯৮৭	২.৮০	৩৪২.৯৮	৫৯.২৭	৪৯৭.২৫	৭.৫৭	৩.২৬	১৮৬
১৯৮৮	২.৮৮	৩৪১.৮৬	৮২.১২	৫৬৪.৪৪	৭.০৫	৩.১৬	১৯০
১৯৮৯	২.৫০	৪১৪.৫৮	৭৭.১২	৬০৬.৫২	৬.৫৫	২.৮৯	১৯৩
১৯৯০	১.৫৫	৪৪২.৯২	১০৫.৪৫	৬৫২.৮৭	৬.৪৮	২.৮০	১৯৪
১৯৯১	০.১৫	৪৭৪.৭৮	৮২.৬২	৬৭৫.৪৯	৬.১৩	২.৫৯	১৯৬
১৯৯২	০.৪৬	৪৯৮.১৯	১০৯.৫০	৭১৮.৬৬	৫.৯১	২.৫৮	১৯৮
১৯৯৩	৫.৯৪	৫৩৪.২৫	১০১.৭৩	৭৪৬.৫১	৫.৭৭	৮.৪১	১৯৮
১৯৯৪	০.৩৪	৫০১.৭৬	৯৬.২৫	৮৩৪.৭৭	৫.৬৮	৮.৬৪	১৯৭
১৯৯৫	০.৪০	৪৯২.০৯	১১৪.৩৫	৭৬১.৮৮	৫.২৪	৮.০৬	১৯৮
১৯৯৬	০.৬০	৪৮২.৩৬	১১১.২৩	৭০৪.৫৩	৪.৯৩	৭.৬৮	১৯৮
১৯৯৭	১৫.০০	৩৮৬.৫২	৯৬.৯১	৮০৩.০৪	৪.৮৩	৭.৫৪	১৯৮

সূত্র: কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরন-
বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিষ্ঠান , উত্তরা ব্যাংক লি:

Dhaka University Institutional Repository

সোনালী ব্যাংক

পরিশিষ্ট

৪.৩ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত সমুহে প্রদত্ত সোনালী ব্যাংক এর ঋণের স্থিতির তালিকা (১৯৯৭)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক খাত সমুহ	৩১-১২-৯৬
১।	কৃষি	১২৮১.০৬
২.।	মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পে মেয়াদী ঋণ	৬৪৯.৫৩
৩।	পাট শিল্পে চলতি মূলধন	৮১৯.৭৩
৪।	পাট ব্যতিত অন্যান্য শিল্পে চলতি মূলধন	১১৪০.৩০
৫।	পাট ব্যাবসা	৭৩.৫৪
৬।	পাট ও পাট জাত দ্রব্য রপ্তানি	১১.৬৯
৭।	অন্যান্য রপ্তানী	৪৬৮.৮৮
৮।	অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১১৪৩.৮০
৯।	শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মান ঋণ	২৪৩.১৬
১০।	বিশেষ কর্মসূচী: ক) ক্ষুদ্র শিল্পে মেয়াদী ঋণ খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৫২০.১৮ ১২১.৬৯
১১।	অন্যান্য	১১৩৮.০৬
	মোট	৭৬১১.৬২

সূত্র: সোনালী ব্যাংকঃ বার্ষিক প্রতিবেদন

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরা ব্যাংক

৪.৪ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত সমুহ

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক খাত সমুহ
১.	কৃষি
২.	শিল্প খাতে ঋণ
৩.	পাট শিল্পে মূলধন
৪.	অন্যান্য কর্মে মূলধন
৫.	পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী
৬.	অন্যান্য রপ্তানী
৭.	পাট ব্যবসায়
৮.	অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ
৯	বিশেষায়ীত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
১০.	অন্যান্য বিশেষ প্রোগ্রাম
১১.	ক) পৌর আবাসিক প্রকল্প খ) কর্মী আবাসিক প্রকল্প
১২.	অন্যান্য

সূত্রঃ উত্তরা ব্যাংক লি:বার্ষিক প্রতিবেদন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ চিত্র

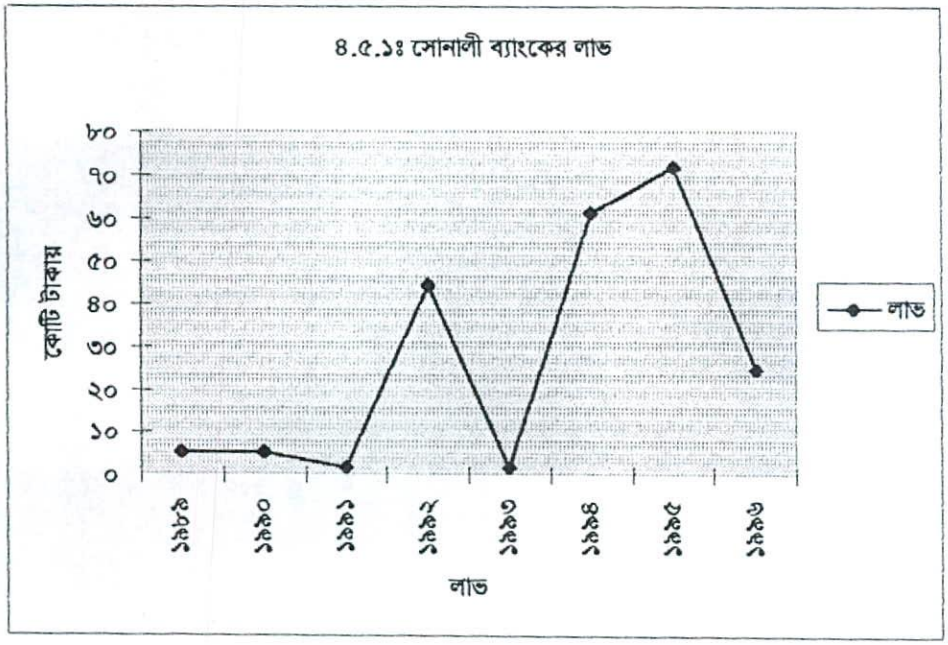

Dhaka University Institutional Repository

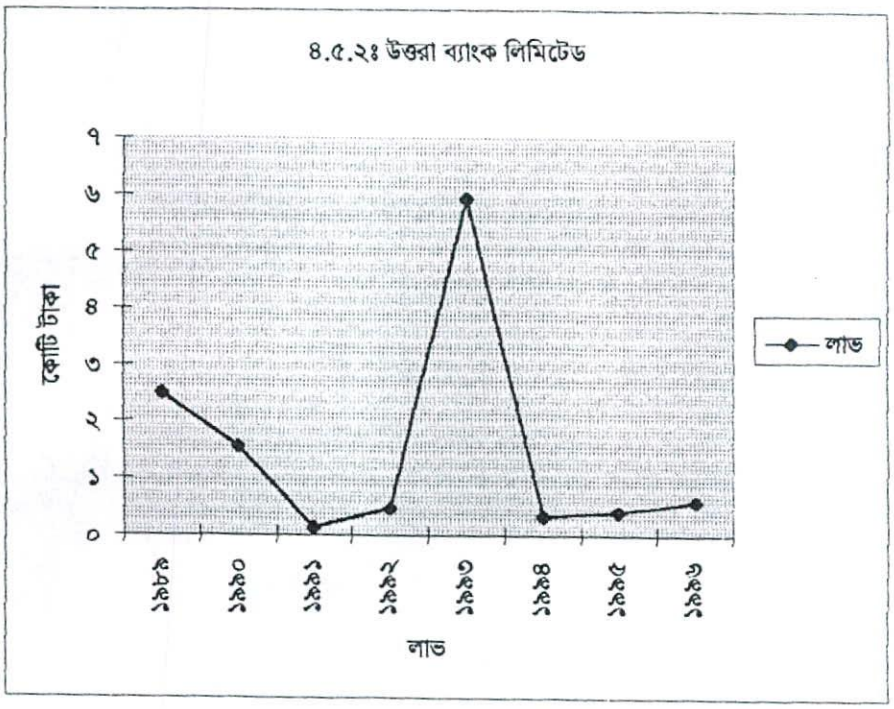

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ অগ্রগতির রেখাচিত্র

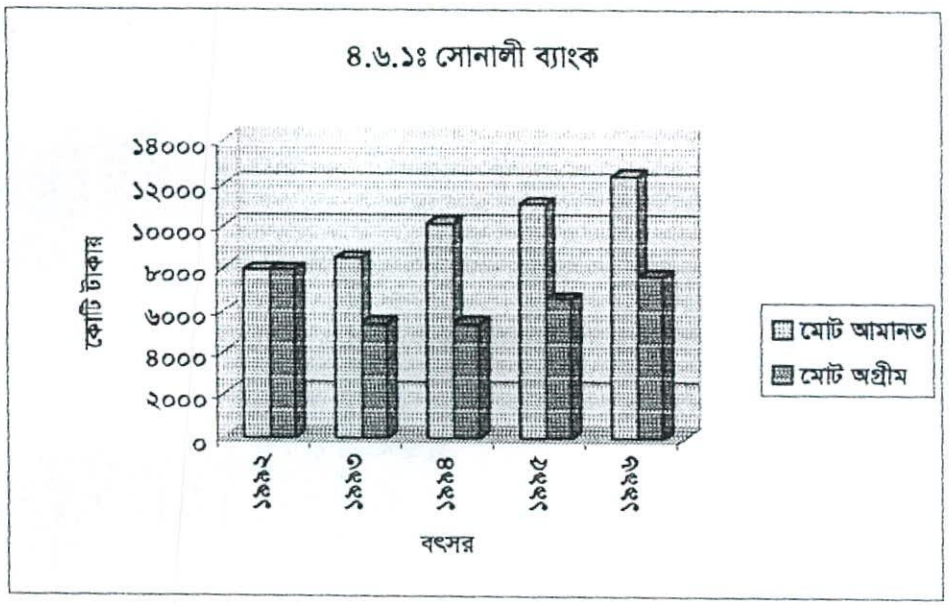

মোট আমানত এবং মোট অগ্রীম
Total Deposit & Total Advance

Dhaka University Institutional Repository

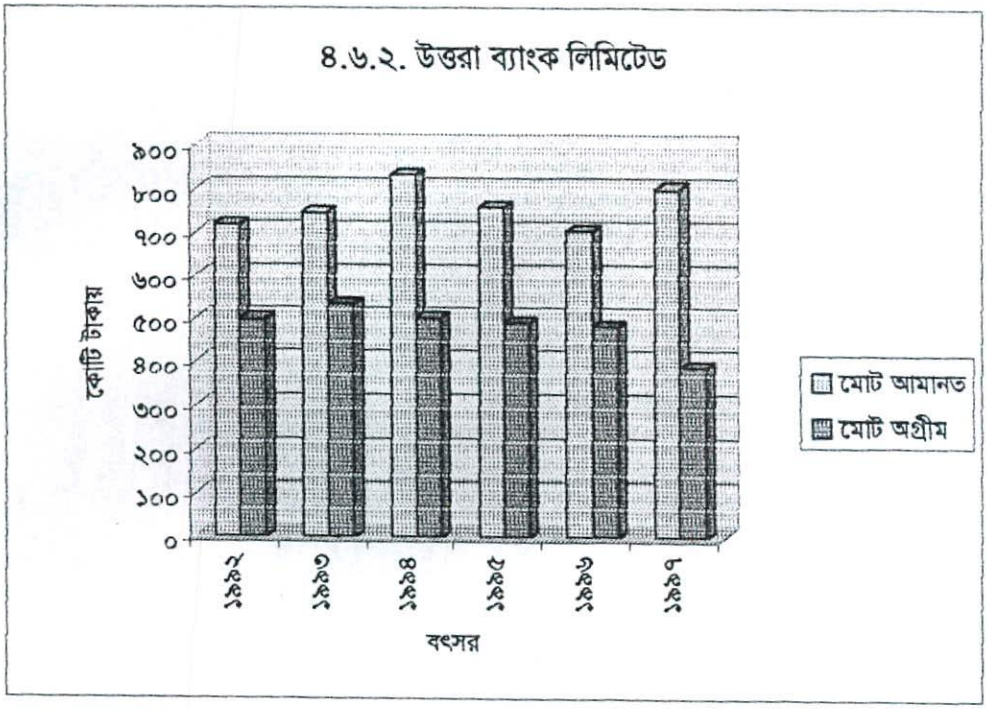

মোট আমানত এবং মোট অগ্রীম
Total Deposit & Total Advance

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭.১

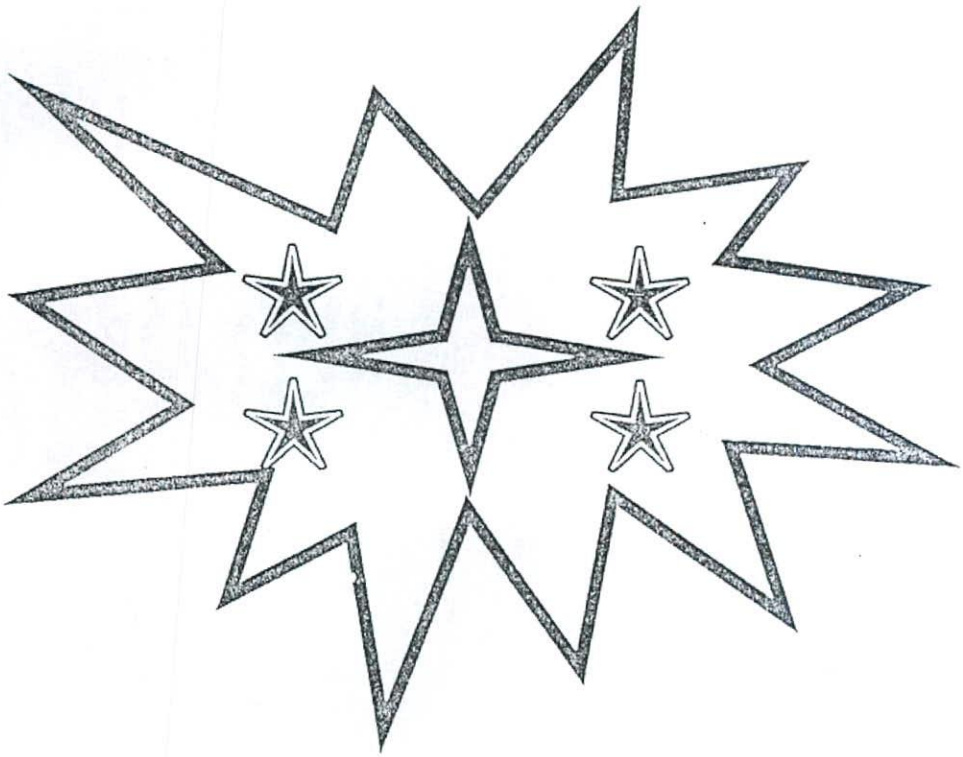

সোনালী ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭.২

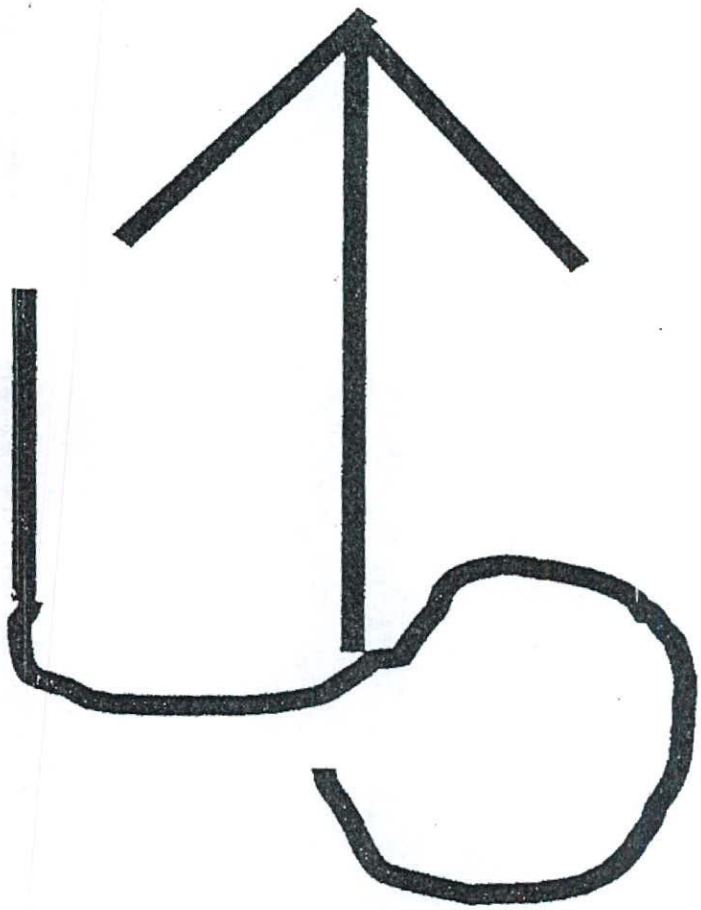

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ তালিকা

বই, প্রবন্ধ, বিশেষ প্রবন্ধ, মতামত :
আহ্সান মো-শ: 'উত্তরা ব্যাংকের প্রত্যক্ষ মূল্য নিরুপন' এম বি.এম, বি-আই-বি. এম ১৯৯৮

খান আতা 'প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত সমুহ-সোনালী ব্যাংক এর ঋণের স্থিতি (১৯৯৭)' বার্ষিক প্রতিবেদন , সোনালী ব্যাংক ১৯৯৬।

মো: মাহবুব : "কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণদান" ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬৫ , অক্টোবর ১৯৯৯

মিনা এম. শাঃ ব্যবসায় অর্থায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা '১৯৯৭, দি এনজেল পাবলিকেশনস্

মিনা এম, শা: বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহ' ১৯৯৭, দি এনজেল পাবলিকেশনস্

জনসন, আর ডব্লিও; ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অলীন এবং বেকন ১৯৭৭

উদ্দীন মো: সেলিম এবং কাদের এস.এম.নুরুল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী ব্যাংক সমুহ কর্মক্ষেত্রের একটি তুলনামুলক অধ্যায়।' বি.আই,বি,এম ব্যাংক পরিক্রমা, Vol xxiii এবং ডিসেম্বর (pp ৫-২৫) ১৯৯৮

উদ্দীন মোঃ সেলিম এবং কাদের এস, এম নূরুল
'উত্তরা ব্যাংক এর বৎসর , লাভ, অগ্রীম, বিনিয়োগ, দেয় মূলধন, সঞ্চয় তহবিল এবং বাংলাদেশের শাখার উপর একটি সমীক্ষা' বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উত্তরা ব্যাংক লিঃ ব্যাংক পরিক্রমা Vol xx-iii ৩ এবং ৪ সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর ১৯৯৮

বাসাস এ., 'বাংলাদেশ ব্যাংকিং এর অগ্রগতি , গঠন, এবং কর্মক্ষেত্র '
ব্যাংক পরিক্রমা Vol xii নং ২, ১৯৮৭

পান্ডে আই এম: ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, নয়া দিল্লী, ১৯৮৬

হোসেন. মোঃ মক ' প্রাইভেট বাণিজ্যিক ব্যাংক সমুহের ব্যবস্থা সম্পর্কীয় কার্যকারীতা একটি তুলনামূলক অধ্যায় ' জার্নাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় Vol xvi ১ জুন ১৯৯৫

সরকার ল.র ব্যাংকিং এর অস্থায়ী ব্যবস্থা ব্যাংক পরিক্রমা Vol xxii নং ২ জুন ১৯৯৭

ড. কণ্ডকজ ডি. পি.এবং ড.গাজিয়ার এ. ইউ. 'বিশ্ব ব্যাংক এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ' ব্যাংক পরিক্রমা, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, জার্নাল Vol xxii নং ২ জুন ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তাসলিম. ম এ. 'বাংলাদেশ উন্নয়ন শিক্ষা Vol xxii নং ১মার্চ ১৯৯৪

রহমান মো: স: ব্যাংকের মুনাফা -পোর্টফেলিও ব্যাবস্থাপনার উপর একটি অধ্যায়'
ব্যাংক পরিক্রমা, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, জার্নাল Vol xxii নং জুন ১৯৯৭

আহমেদ উ.ই.:
"The begining of Research, the process of Research, Data collection, Research Report" Basic Methodology in Business Research অক্টোবর ১৯৯১

আলী মো- মাহবুব : 'পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন কাঠামো এবং কর্মদক্ষতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ' উন্নয়ন পরিচালনা' Vol ১১, জানূয়ারী জুন ১৯৯৯ নং ১ এবং ২, Development Review.

চৌধুরী .আ জ: বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের পুনর্গঠন কিছু ফলাফল'
ব্যাংক পরিক্রমা, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, জার্নার Vol xxii নং ১লা মার্চ ১৯৯৯

আলম মো. ন. এবং জাহান. স. ব
বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে খেলাপি শিক্ষা' ব্যাংক পরিক্রমা, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, অর্থ ও ব্যাংকিং এরএকটি জার্নাল Volume xxiv. নং ১ মার্চ ১৯৯৯

চৌধুরী তৌ. আহ এবং হোসেন মো. ল. সোরাল বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের পুনর্গঠন:
এফ. এস-আর পি -বি.আর. সি/ সি.বি আর প্রি। Volume xxiv নং ১ মার্চ ১৯৯৯

আলী মো স; 'বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থা- রাষ্ট্রীয়করণ বনাম বেসরকারী ব্যাংক '
শিল্প বাণিজ্য (মাসিক) আগষ্ট ১৯৯০

ইসলাম মো. সি. এবং আহমেদ ফারুকুজ্জামানঃ Introducing Flexible Working Hour (FWH) in the Banking Sector in Bangladesh: a propesed Model"
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য অনুষদ জার্নাল, Vol xix নং ১জুন ১৯৯৮

রহমান. আনি. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা'
অর্থশাস্ত্র পরিচয় ১৯৯০-৯১ পুথিঘর লি.

রিতা. ম. রডরিসুইজ:
ব্যাংক রিপোর্ট : বৈদেশিক বিনিময় এবং মুদ্রা বাজারের হার '
ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স ম্যানেজমেন্ট, হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬

রহমান : আনি: বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব ও কার্যাবলী '
অর্থশাস্ত্র পরিচয় ১৯৯০-৯১, পুথিঘর লি.

Dhaka University Institutional Repository

মেছি. জ,ল.: আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতি ও এর উন্নয়ন '
এসেন্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ১৯৯২

ভট্টাচার্য দু এবং সাহা. ক. স.
'বাংলাদেশের রাষ্ট্রিয় বাণিজ্যিক ব্যাংক সমুহের কার্যক্ষেত্রের মূল্যায়ন'
ব্যাংক পরিক্রমা , বি-আই.বি. এম Vol xiv মার্চ জুন ১৯৮৯ নং ১ ও ২
আহমেদ মো: ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকার গ্রাহক সম্পর্ক '
ব্যাংক পরিক্রমা, বি. আই.বি এম Vol xiv. ১৯৮৯ নং ১ ও ২

কোরেশী . এ. এ 'স্বাধীনতার সময় ব্যাংকের আর্থিক মাধ্যমিক অবস্থা'
ব্যাংক পরিক্রমা, বি আই বি এম. Vol xiv- মার্চ এবং জুন ১৯৮৯ নং ১ ও ২
আলমগীর মো: এবং রহমান আ.

বাংলাদেশের সম্পদ হতে বেসরকারী প্রাইভেট সেক্টরে সঞ্চয় বন্টনের পার্সেন্টিজ।'
সেভিং ইন বাংলাদেশ , রিসার্চ মনোগ্রাম নং ২ জুন ১৯৭৪

আহমেদ ফা এবং জাম শাহেদুজ্জামান ক-ম 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রিয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সঞ্চয়ে পরিবর্তনশীলতা' ব্যাংকার্স বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠান জার্নাল Vol ৭ জুন ১৯৭৮

আহমেদ স: ' সঞ্চয়ে পরিবর্তনশীলতা এবং বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'ব্যাংক প্রতিষ্ঠান Vol xii জুন নং ২১৯৮৭

দে ম. এ: রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের কার্যক্ষেত্রের তুলনামূলক মুল্যায়ন' BYEA জার্নাল এপ্রিল ১৯৮৫.

আফরোজ ফা: বেসরকারী ব্যাংকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় পদ্দতি একটি পর্যালোচনা'
অর্থসংবাদ, অর্থ শিল্প বাণিজ্যে পাক্ষিক জুন ১৯৯৪

আফরোজ ফা : ব্যাংকের সীমা বদ্ধতা ও সমস্যা'
অর্থসংবাদ ১৯৯৪

আলী গ: রপ্তানী বাণিজ্যের খুটিনাটি'
ব্যাংকার সেপ্টেম্বর ১৯৯২

আলী খ.ম. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য-সমীক্ষা ও পর্যালোচনা, সাপ্তাহিক রোববার, ডিসেম্বর ১৯৯১

বড়ুয়া চন্দ্র দীপাল : 'পল্লী উন্নয়নের ব্যাংকের অভিজ্ঞতা ব্যাংক পরিক্রমা' Vol xvii ১৯৯২.

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম. লোকমান গ্রামোন্নয়নে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা ' Vol xvii ১৯৯২.ব্যাংক পরিক্রমা

চৌধুরী মো; জাহাঙ্গীর এবং আকন্দ . মো. হো জাকির

একটি তুলনামূলক মূল্য নিরুপন ক্ষেত্র : অগ্রণী ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের বিবরণ " Vol 3 নং 2 জানুয়ারী ১৯৯৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিনান্স এবং ব্যাংকিং

চৌধুরী তৌফিক আহমেদ বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমুহের কর্মক্ষেত্রের মূল্যায়ন '

পি এইচ ডি একটি গবেষণা, হিমাচল্ প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় সিমলা ১৯৯০

আহমেদ ফারুক 'বাংলাদেশে ব্যাংকিং বিবর্তন এবং বর্তমান অবস্থা ব্যাংক পরিক্রমা ' Vol xxiv নং ২, জুন ১৯৯৯ (পি পি. ৫-১২)

আবেদীন. ম. জয়নুল ' বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকিং উন্নয়ন এর একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ' Vol ৩৪ এবং ৩৫ বাৎসরিক জার্নাল, বাংলাদেশ ব্যাংকার প্রতিষ্ঠান, ডিসেম্বর ১৯৯১ এবং জুন ১৯৯২

আলী মো. ম. টাকার জন্য চাহিদা ও যোগানের নির্ধারণ: বাংলাদেশের একটি অধ্যায় এর বিবরণ এম. ফিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগষ্ট ১৯৯৮

খালেদ খ ইব্রাহীম ' উন্নয়নের গ্রাফিক চিত্র'
বার্ষিক প্রতিবেদন, সোনালী ব্যাংক ১৯৯৪

খান. মা-রহমান 'বৎসর লাভ, আমানত, অগ্রীম বিনিয়োগ, আমানত, দেয় মূলধন, সঞ্চয় তহবিল এবং বাংলাদেশে শাখার উপর একটি সমীক্ষা 'বার্ষিক প্রতিবেদন, সোনালী ব্যাংক, ১৯৯৬

সাহা . স. ' বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমুহের পুণর্গঠন একটি সেমিনার প্রতিবেদন' ব্যাংক পরিক্রমা বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংকিং ও আর্থিক জার্নাল Vol xxiv নং ১ মার্চ ১৯৯৯

মজুমদার হ.ন. 'বাংলাদেশে মাইক্রো ফিনান্সে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমুহের পুনরুত্থানের সমস্যা এবং উত্তরণ' ব্যাংক পরিক্রমা, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান জার্নাল Volume xxiii নং ৩ এবং ৪ সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর ১৯৯৮

আফরোজ-ফ. 'পণ্যের শিপমেন্ট, দলিলাদি প্রস্তুত করণ, গ্রাহক সেবার মান'
সূত্র: উত্তরা ব্যাংক লি. ১৯৯৪

আখতারুজ্জামান : ব্যাংকগুলো সুদের ব্যবসায় যত ভাল জানে জন সেবা ততই কম মানে'
অর্থ সংবাদ ১ জুন ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

আলী. গ 'কিভাবে ঋণপত্র খুলবেন'
ব্যাংকার আগষ্ট ১৯৯২

ছায়েফ এ. এ: 'বাংলাদেশে ডাকঘর গুলোর সঞ্চয়ে ভুমিকা'
পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র, ১৯৯০ মে,

ছায়েফ এ .এ 'গ্রাহকদের প্রদত্ত সেবা' পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র, মার্চ ১৯৯৩

আক্তার রা: ব্যাংকিং সেবা সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক গুলোতে মোটামোটি একই। 'গ্রাহক: উত্তরা ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক ফেব্রুয়ারী ২০০০

উল্লাহ শ. 'টাকার হিসাব রাখা ও টাকার নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখা হয়।

ফিহাম. না: প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা পাওয়া যায় সকল ব্যাংকে" গ্রাহক এন. এল আই ২০০০

আফরোজ র, ও ব আফরোজ ন.

'অর্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারী বা বেসরকারী উভয় ব্যাংকই উত্তম'
গ্রাহক: সোনালী ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক মে ২০০০

চৌধুরী মোদন. হ-: '১৯৯৮ ইং সনে বন্যার্ত কৃষি পূণর্বাসন কর্মসূচীতে বাংলাদেশের কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা' বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আগষ্ট ২০০০

সিদ্দিক. আ. হো: 'বর্তমানে শেয়ার বাজার ক্রমান্বয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।'
অর্থ সংবাদ , অর্থ শিল্প বাণিজ্যের পাক্ষিক, জুন ১৯৯৪ বাহার এইচ.
Equity ylelds on ordinary shares তথ্যের সুত্র, মোড়ব, পরিসংখ্যানিক ছক, উপসংহার ' পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক জানু -মার্চ ২০০০

মান্নান. এম . এ 'ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ, 'ব্যাংকিং আইন ও নীতি মালা, রয়েল লাইব্রেরী ১৯৭৯

মান্নান এম-এ এবং আহমেদ. ন.
ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' ব্যাংকিং যুগে যুগে ১৯৯৭, কোহিনুর পাবলিকেশন্স/রয়েল লাইব্রেরী

ফারুকী কা: 'রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহ এবং বাংলাদেশের বেসরকারী ব্যাংকসমুহ' ব্যাংকিং ১৯৯৫কাজী প্রকাশনী

ফারুকী. কা: জাতিয়করণকৃত ব্যাংকগুলোর পুর্ণগঠন ও নতুন নাম করণ এবং বেসরকারী ব্যাংকসমুহ. 'ব্যাংকিং , ১৯৯৫, কাজী প্রকাশনী

Dhaka University Institutional Repository

হাসান. ম. কে. 'দেশের ব্যাংকিং সেক্টর এবং অগ্রগতির উন্নয়ন'
আর্থিক এবং ব্যাংকিং Vol ৩ নং ২ জানুয়ারী ১৯৯৪

খান. মা. রহ. জমা. অগ্রীম, লাভ এর উন্নয়নের চিত্র'
বার্ষিক প্রতিবেদন, সোনালী ব্যাংক ১৯৯৫-৯৬

হক. ম.আহসানুল 'ব্যাংক কার্যক্রম পরিক্রমা'
বার্ষিক প্রতিবেদন, সোনালী ব্যাংক ১৯৯০-৯৩
মান্নান. এম. এ এবং আহমেদ. ন. রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যাবলী'
ব্যাংকিং যুগে যুগে ১৯৯৭ রয়েল লইব্রেরী/কোহিনুর পাবলিকেশন্স

জাহান. ই এবং জামিন মো.
গ্রাহক সেবার মান রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী খাতে ব্যাংকে কিরুপ'
ব্যাংকার, সোনালী ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক মে ২০০০

হোসেন. স. এবং জামিন মো.
শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব এবং বেসরকারী ব্যাংকের ভূমিকা'
ব্যাংকার, সোনালী ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক জুন ২০০০

জাহান. ই এবং মাসুদা. খা
'কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী খাতের ব্যাংকের ভূমিকা'
ব্যাংকার, সোনালী ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক মে ২০০০

মনিরুজ্জামান. মো. এবং মাসুদা. খা
'ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়:'
ব্যাংকার, সোনালী ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক জুন, ২০০০

রহমান. আ. ' আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা ও গুরুত্ব আধুনিক অর্থশাস্ত্র ১৯৮৮

আনিসুজ্জামান মো আ.'জমা, সঞ্চয় , লাভ এর অগ্রগতির রেখাচিত্র ধারনা'
বার্ষিক প্রতিবেদন উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯০-৯২

সিদ্দীকি. অ. ক:' ব্যাংক এবং কৃষির উন্নয়ন: একটি নীতির পরিস্ফুটন এবং বাংলাদেশের পেক্ষাপট.'
ব্যাংক পরিক্রমা, বি, আই. বি .এম Volume xviii, মার্চ এবং জুন ১৯৯৩ নং ১ এবং নং ২

ইসলাম এ. এফ. এম .ম.: 'ব্যাংক জমার সংগে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন'
ব্যাংক পরিক্রমা, বি আই. বি এম. জার্নাল vol. xviii , মার্চ এবং জুন ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান . ম, ' প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাত সমুহ'
বার্ষিক প্রতিবেদন, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫-৯৭

দত্ত. ভ:' ব্যাংকিং কাঠামো একটি পুনর্দাখিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাপ্তাহীকি. vol xi নং ২১, মে ২২, ১৯৭৬

ইলুমালাই. ই: ' জাতীয় করণের অন্যন্য দিক " Vol ৩৩ নং ১৩, জুলাই ১৬-৩১, ১৯৮৯

রহিম এ. এম.এ : ব্যাংকিং পন্থার কার্যক্ষেত্র , ১৯৭১-৭৭
বাংলাদেশ ব্যাংকার প্রতিষ্ঠান জার্নাল vol vi ডিসেম্বর ১৯৭৯

আহমেদ এম. ইউ: 'iii-iDA জমা প্রোগ্রাম বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য এটির প্রাসঙ্গিক কর নির্ধারন। 'ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় এবং অর্থনীতির জার্ণাল Vol ৯ নং ২ ১৯৮৩

আবেদিন ম.জ: বাংলাদেশের পৌর এবং পল্লী, অঞ্চলে ব্যাংকিং সুবিধা বন্টনের একটি তুলনামূলক অধ্যায়' Vol ২৪, ডিসেম্বর ১৯৮৬, বাংলাদেশ ব্যাংকার প্রতিষ্ঠান, জার্নাল ইসলাম ম: 'রুগ্ন শিল্প, স্বাস্থ্যবান বণিক পুঁজি এবং বাংলাদেশের খেলাপী ঋণ' বি আই বি এম ২০০০
প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশিত বই:

বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, বাংলাদেশ ব্যাংক অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯৯৯

বাংলাদেশের বিশ্ব বৎসরের জাতীয় হিসাব বাংলাদেশ ব্যুরো, পরিসংখ্যান, The Government of the people's Republic of Bangladesh, Dhaka.

স্টেটিষ্টিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ ১৯৯৬(১৯৯৭)
বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টেটিস্টিকস দি গভমেন্ট অব পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, ঢাকা জানুয়ারী

বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন
বিশ্ব ব্যাংক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, জুন ১৯৯৪
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০০, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়
Asian Development Out look

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, হংকং ১৯৮৪

বাংলাদেশ গণিত জরিপ
মিনিস্ট্রি অব ফিনান্স, দি গভর্মেন্ট অব দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ (১৯৯৩-৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ গণিত সমীক্ষা
Ministry of Finance, The government of the people's Republic of Bangladesh, Dhaka June (1997)

বার্ষিক প্রতিবেদন
বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা ১৯৯৫-৯৬ (১৯৯৭)

বার্ষিক রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক
অর্থ ও ব্যাংকিং ১৯৯৮-৯৯

বাংলাদেম ব্যাংক বুলেটিন
বাংলদেশ ব্যাংক Vol xxiii নং ২
এপ্রিল- জুন ১৯৯৫

বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি
'স্বদেশে অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা '
অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুযায়ী ১৯৯৮

ইকনমিক ট্রেন্ডস
Vol xxii নং ৫, বাংলাদেশ ব্যাংক, মে. ১৯৯৭
Statistical year book of Bangladesh
Statistics, the Governt. of the people's Republic of Bangladesh, Dhaka ১৯৯৬

বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি
যে সমস্ত ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট খোলা যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিণিময় নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে জানা দরকার এমন কয়েকটি বিষয়। 'অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারী ১৯৮৮

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ
'রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক সমুহের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ , অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক ও ব্যাংকিং সেক্টরের সংবাদ
'মাথাপিছু জমা খরচ'
দি বাংলাদেশ টাইমস জুন ১৯৮৯

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ
'তহবিল সংরক্ষণ, তরল সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার'
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩-৯৪
গ্রীফিন. আর ডব্লিও : ব্যবস্থাপনা হম -------মিফিন কোম্পানি ১৮৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
' অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশমালা '
দ্বি বার্ষিক সম্মেলন আগষ্ট ২০০০

ব্যবস্থাপনা
এ পাবলিকেশন অব রিপোর্ট, বিদেশ সংখ্যা মার্চ ১৯৯৭

দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পাবলিকেশনস্
বিরাস্ট্রীয় করণে শিক্ষা আইনগত ফল্যাফল '
ইউ. পি.ডি.এ.টি.ই ১৯৯৭

কম্পিউটার জগৎ 'বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন মোড়'
ফেব্রুয়ারী ২০০০ ৯ম বৎসর Vol. ১০.